হাস্যকৌতুক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশ ১৩১৪
পুনর্মুদ্রণ ১৩১৪, ফাল্গুন ১৩৩৯, ভাদ্র ১৩৪৬
ভাদ্র ১৩৫৩

পাঁচ সিকা

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা

নাট্যকৌতুক

এই ক্ষুদ্র কৌতুকনাট্যগুলি হেঁয়ালিনাট্য নাম ধরিয়া “বালক” ও “ভারতী”তে বাহির হইয়াছিল। য়ুরোপে শারাড্ (Charade) নামক একপ্রকার নাট্যলেখা প্রচলিত আছে, কতকটা তাহারই অনুকরণে এগুলি লেখা হয়। ইহার মধ্যে হেঁয়ালি রক্ষা করিতে গিয়া লেখা সংকুচিত করিতে হইয়াছিল— আশা করি সেই হেঁয়ালির সন্ধান করিতে বর্তমান পাঠকগণ অনাবশ্যক কষ্ট স্বীকার করিবেন না। এই হেঁয়ালি-নাট্যের কয়েকটি বিশেষভাবে বালকদিগকেই আমোদ দিবার জন্য লিখিত হইয়াছিল।

সূচীপত্র

হাস্যকৌতুক

ছাত্রের পরীক্ষা

ছাত্র শ্রীমধুসূদন। শ্রীযুক্ত কালাচাঁদ মাস্টার পড়াইতেছেন

অভিভাবকের প্রবেশ

অভিভাবক। মধুসূদন পড়াশুনো কেমন করছে কালাচাঁদবাবু?

কালাচাঁদ। আজ্ঞে, মধুসূদন অত্যন্ত দুষ্ট বটে কিন্তু পড়াশুনোয় খুব মজবুত। কখনো একবার বই দু-বার বলে দিতে হয় না। যেটি আমি এক বার পড়িয়ে দিয়েছি সেটি কখনো ভোলে না।

অভিভাবক। বটে? তা, আমি আজ একবার পরীক্ষা করে দেখব।

কালাচাঁদ। তা দেখুন না।

মধুসূদন। (স্বগত) কাল মাস্টারমশায় এমন মার মেরেছেন যে আজও পিঠ চচ্চড় করছে। আজ এর শোধ তুলব। ওঁকে আমি তাড়াব।

অভিভাবক। কেমন রে মোধো, পুরোনো পড়া সব মনে আছে তো?

মধুসূদন। মাস্টারমশায় যা বলে দিয়েছেন তা সব মনে আছে।

অভিভাবক। আচ্ছা, উদ্ভিদ্ কাকে বলে বল্ দেখি?

মধুসূদন। যা মাটি ফুঁড়ে ওঠে।

অভিভাবক। একটা উদাহরণ দে।

মধুসূদন। কেঁচো।

কালাচাঁদ। (চোখ রাঙাইয়া) অ্যাঁ! কী বললি!

অভিভাবক। রসুন মশায়, এখন কিছু বলবেন না।

মধুসূদনের প্রতি

তুমি তো পদ্যপাঠ পড়েছ, আচ্ছা, কাননে কী ফোটে বলো দেখি?

মধুসূদন। কাঁটা।

কালাচাঁদের বেত্র-আস্ফালন

কী মশায়, মারেন কেন? আমি কি মিথ্যে কথা বলছি?

অভিভাবক। আচ্ছা, সিরাজউদ্দৌলাকে কে কেটেছে? ইতিহাসে কী বলে?

মধুসূদন। পোকায়।

বেত্রাঘাত

আজ্ঞে মিছিমিছি মার খেয়ে মরছি— শুধু সিরাজউদ্দৌলা কেন, সমস্ত ইতিহাসখানাই পোকায় কেটেছে! এই দেখুন।

প্রদর্শন। কালাচাঁদ মাস্টারের মাথা-চুলকায়ন

অভিভাবক। ব্যাকরণ মনে আছে?

মধুসূদন। আছে।

অভিভাবক। 'কর্তা' কী, তার একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও দেখি।

মধুসূদন। আজ্ঞে, কর্তা ওপাড়ার জয়মুনশি।

অভিভাবক। কেন বলো দেখি?

মধুসূদন। তিনি ক্রিয়াকর্ম নিয়ে থাকেন।

কালাচাঁদ। (সরোষে) তোমার মাথা।

পৃষ্ঠে বেত্র

মধুসূদন। (চমকিয়া) আজ্ঞে, মাথা নয় ওটা পিঠ।

অভিভাবক। ষষ্ঠী-তৎপুরুষ কাকে বলে?

মধুসূদন। জানি নে।

কালাচাঁদ বাবুর বেত্র-দর্শায়ন

মধুসূদন। ওটা বিলক্ষণ জানি— ওটা ষষ্ঠি-তৎপুরুষ।

অভিভাবকের হাস্য এবং কালাচাঁদ বাবুর তদ্‌বিপরীত ভাব

অভিভাবক। অঙ্ক শিক্ষা হয়েছে?

মধুসূদন। হয়েছে।

অভিভাবক। আচ্ছা, তোমাকে সাড়ে ছ-টা সন্দেশ দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে যে, পাঁচ মিনিট সন্দেশ খেয়ে যতটা সন্দেশ বাকি থাকবে তোমার ছোটো ভাইকে দিতে হবে। একটা সন্দেশ খেতে তোমার দু-মিনিট লাগে, ক-টা সন্দেশ তুমি তোমার ভাইকে দেবে?

মধুসূদন। একটাও নয়।

কালাচাঁদ। কেমন করে!

মধুসূদন। সবগুলো খেয়ে ফেলব। দিতে পারব না।

অভিভাবক। আচ্ছা, একটা বটগাছ যদি প্রত্যহ সিকি ইঞ্চি করে উঁচু হয় তবে যে-বট এ বৈশাখ মাসের পয়লা দশ ইঞ্চি ছিল ফিরে বৈশাখ মাসের পয়লা সে কতটা উঁচু হবে?

মধুসূদন। যদি সে-গাছ বেঁকে যায় তাহলে ঠিক বলতে পারি নে, যদি বরাবর সিধে ওঠে তাহলে মেপে দেখলেই ঠাহর হবে, আর যদি ইতিমধ্যে শুকিয়ে যায় তাহলে তো কথাই নেই।

কালাচাঁদ। মার না খেলে তোমার বুদ্ধি খোলে না! লক্ষ্মীছাড়া, মেরে তোমার পিঠ লাল করব তবে তুমি সিধে হবে!

মধুসূদন। আজ্ঞে, মারের চোটে খুব সিধে জিনিসও বেঁকে যায়।

অভিভাবক। কালাচাঁদবাবু, ওটা আপনার ভ্রম। মারপিট করে খুব অল্প কাজই হয়। কথা আছে, গাধাকে পিটলে ঘোড়া হয় না, কিন্তু, অনেক সময়ে ঘোড়াকে পিটলে গাধা হয়ে যায়। অধিকাংশ ছেলে শিখতে পারে কিন্তু অধিকাংশ মাস্টার শেখাতে পারে না। কিন্তু মার

খেয়ে মরে ছেলেটাই। আপনি আপনার বেত নিয়ে প্রস্থান করুন, দিনকতক মধুসূদনের পিঠ জুড়োক তার পরে আমিই ওকে পড়াব।

মধুসূদন। (স্বগত) আঃ বাঁচা গেল।

কালাচাঁদ। বাঁচা গেল মশায়। এ ছেলেকে পড়ানো মজুরের কর্ম, কেবল মাত্র ম্যানুয়েল লেবার। ত্রিশ দিন একটা ছেলেকে কুপিয়ে আমি পাঁচটি মাত্র টাকা পাই, সেই মেহনতে মাটি কোপাতে পারলে নিদেন দশটা টাকাও হয়।

১২৯২

পেটে ও পিঠে

প্রথম দৃশ্য

বাড়ির সম্মুখে পথে বসিয়া পা ছড়াইয়া বনমালী পরমানন্দে সন্দেশ আহার কবিতেছেন। বয়স ৭। তিনকড়িব প্রবেশ। বয়স ১৫

তিনকড়ি। (সন্দেশের প্রতি সলোভ দৃষ্টিপাত করিয়া) কী হে বটকৃষ্ণবাবু, কী করছ।

বনমালী নিরুত্তরে অবাক হইয়া থাকন

তিনকড়ি। উত্তর দিচ্ছ না যে। তোমার নাম বটকৃষ্ণ নয়?

বনমালী। (সংক্ষেপে) না।

তিনকড়ি। অবিশ্যি বটকৃষ্ণ। যদি হয়! আচ্ছা, তোমার নাম কী বলো।

বনমালী। আমার নাম বনমালী।

তিনকড়ি। (হাসিয়া উঠিয়া) ছেলেমানুষ, কিচ্ছু জান না। বনমালীও যা বটকৃষ্ণও তাই, একই। বনমালীর মানে জান?

বনমালী। না।

তিনকড়ি। বনমালীর মানে বটকৃষ্ণ। বটকৃষ্ণের মানে জান?

বনমালী। না।

তিনকড়ি। বটকৃষ্ণের মানে বনমালী। আচ্ছা, বাবা তোমাকে কখনো আদর করেও ডাকে না বটকৃষ্ণ?

বনমালী। না।

তিনকড়ি। ছি ছি। আমার বাবা আমাকে বলে বটকৃষ্ণ, মোধোর বাবা মোধোকে বলে বটকৃষ্ণ— তোমার বাবা তোমাকে কিচ্ছু বলে না। ছি ছি।

পার্শ্বে উপবেশন

বনমালী। (সগর্বে) বাবা আমাকে বলে ভুতু।

তিনকড়ি। আচ্ছা ভুতুবাবু, তোমার ডান হাত কোন্‌টা বলো দেখি।

বনমালী। (ডান হাত তুলিয়া) এইটে ডান হাত।

তিনকড়ি। আচ্ছা তোমার বাঁ হাত কোন্‌টা বলো দেখি।

বনমালী। (বাম হাত তুলিয়া) এইটে।

তিনকড়ি। (খপ্‌ করিয়া পাত হইতে একটা সন্দেশ তুলিয়া নিজের মুখের কাছে ধরিয়া) আচ্ছা ভুতুবাবু, এইটে কী বলো দেখি।

বনমালীর শশব্যস্ত হইয়া কাড়িয়া লইবার চেষ্টা

তিনকড়ি। (সরোষে পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া) এতবড়ো ধেড়ে ছেলে হলি, এইটে কী জানিস নে! এটা সন্দেশ। এটা খেতে হয়।

তিনকড়ির মুখের মধ্যে সন্দেশের দ্রুত অন্তর্ধান

বনমালী। (পৃষ্ঠে হাত দিয়া) ভ্যাঁ—

তিনকড়ি। ছি ছি ভুতুবাবু, তোমার জ্ঞান হবে কবে বলো দেখি। এইটে জান না যে পেটে খেলে পিঠে সয়?

আরেকটা সন্দেশ মুখের ভিতর পূরণ

বনমালী। (দ্বিগুণ বেগে) ভ্যাঁ—

তিনকড়ি। তবে, তুমি কি বল পেটে খেলে পিঠে সয় না? এই দেখো না কেন, পেটে খেলে—

(আরেকটা সন্দেশ খাইয়া)

পিঠে সয়—

বনমালীর পৃষ্ঠে চপেটাঘাত

সয় না?

বনমালী। (সরোদনে চীৎকারপূর্বক) না ন্না ন্না।

তিনকড়ি। (শেষ সন্দেশটি নিঃশেষ করিয়া) তা হবে। তোমার তাহলে সয় না দেখছি। যার যেমন ধাত। তবে থাক্, তবে আর কাজ নেই। তবে এই স্থির হল কারো বা পেটে সমস্তই সয়, কারো বা পিঠে কিছুই সয় না। যেমন আমি আর তুমি।

সহসা বনমালীর পিতার প্রবেশ

পিতা। কী রে ভুতু, কাঁদছিস্ কেন ?

পিতাকে দেখিয়া বনমালীর দ্বিগুণ ক্রন্দন

তিনকড়ি। (বনমালীর পৃষ্ঠে হাত বুলাইয়া অতি কোমল স্বরে) বাবা জিগ্‌গেস করছেন, কথার উত্তর দাও।

বনমালী। (সরোদনে) আমাকে মেরেছে।

তিনকড়ি। আজ্ঞে, পাড়ার একটা ডানপিটে ছেলে খামকা মেরে গেল, বেচারার কোনো দোষ নেই— সন্দেশগুলি খেয়ে ভুতুবাবু ঠোঙাটি নিয়ে খেলা করছিল—

পিতা। (সরোষে) ভুতু, কে মেরেছে রে ?

বনমালী। (তিনকড়িকে দেখাইয়া) ও মেরেছে।

তিনকড়ি। আজ্ঞে হাঁ, আমি তাকে খুব মেরেছি বটে। কার না রাগ হয় বলুন দেখি। ছেলেমানুষ খেলা করছে— খামকা ওকে মেরে ওর ঠোঙাটা কেড়ে নেও কেন বাপু ? আপনি থাকলে আপনিও তাকে মারতেন।

পিতা। আমি থাকলে তার দুখানা হাড় একত্তর রাখতেম না। যত সব ডানপিটে ছেলে এ-পাড়ায় জুটেছে।

বনমালী। বাবা, ও আমার সন্দেশ—

তিনকড়ি। (নিবৃত্ত করিয়া) আরে, আরে, ও-কথা আর বলতে হবে না।

পিতা। কী কথা।

তিনকড়ি। আজ্ঞে, কিছুই নয়। আমি ভুতুবাবুকে আনা দুয়েকের সন্দেশ কিনে খাইয়েছি। সামান্য কথা। সে কি আর বলবার বিষয়।

পিতা। (পরম সন্তোষে) তোমার নাম কী বাপু?

তিনকড়ি। (সবিনয়ে) আজ্ঞে, আমার নাম তিনকড়ি মুখোপাধ্যায়।

পিতা। ঠাকুরের নাম ?

তিনকড়ি। খুদিরাম মুখোপাধ্যায়।

পিতা। তুমি আমার পরমাত্মীয়। খুদিরাম যে আমার পিসতুতো ভাই হয়।

তিনকড়ির ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

পিতা। চলো বাবা, বাড়ির ভিতর চলো। জলখাবার খাবে। আজ পৌষপার্বণ, পিঠে না খাইয়ে ছাড়ব না।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

পিতা। আজ রাত্রে এখানে থাকবে। কাল মধ্যাহ্নভোজন করে বাড়ি যেয়ো।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

অন্তঃপুরে তিনকড়ি পিষ্টক-আহারে প্রবৃত্ত

তিনকড়ি। (স্বগত) ডান হাতের ব্যাপারটা আজ বেশ চলছে ভালো।

পেটে ও পিঠে

ভুতুর মা। (পাতে চারটে পিঠে দিয়া) বাবা, চুপ করে বসে থাকলে হবে না, এ চারখানাও খেতে হবে।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

আহার

ভুতুর বাপের প্রবেশ

পিতা। ওকি ও, পাত খালি যে, ওরে খান-আষ্টেক পিঠে দিয়ে যা।

পিঠে-দেওন

বাবা, খেতে হবে। এরই মধ্যে হাত গুটোলে চলবে না।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

আহার

পিসিমার প্রবেশ

পিসিমা। (ভুতুর মার প্রতি) ও বউ, তিনকড়ির পাত খালি যে। হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছ কী? ওকে খানদশেক পিঠে দাও। লজ্জা কোরো না বাবা, ভালো করে খাও।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

পিসেমহাশয়ের প্রবেশ

পিসেমহাশয়। বাপু, তোমার খাওয়া হল না দেখছি। দিয়ে যা, দিয়ে যা, এদিকে দিয়ে যা। পাতে খানপনেরো পিঠে দে। তোমাদের বয়সে আমরা খেতুম হাঁসের মতো। সবগুলি খেতে হবে তা বলছি।

তিনকড়ি। যে আজ্ঞে।

দিদিমার প্রবেশ

দিদিমা। (ভুতুর মার প্রতি অন্তরালে) ও বউ, পিঠে তো সব ফুরিয়ে গেছে আর একখানাও বাকি নেই।

ভুতুর মা। কী হবে!

দিদিমা। কী আর হবে।

তিনকড়ির পাশে গিয়া পরিহাস করিয়া পিঠে এক কিল মারিয়া

পিঠে আর খাবে!

তিনকড়ি। আজ্ঞে না।

দিদিমা। সে কী কথা। আর দুটো খাও।

আর দুটো কিল

তিনকড়ি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আজ্ঞে না। আর আবশ্যক নেই।

তৃতীয় দৃশ্য

পরদিন তিনকড়ি শয্যাগত। পাশে বনমালী

তিনকড়ি। (ক্ষীণকণ্ঠে) ভুতুবাবু, তোমার বাবা কোথায় হে।

বনমালী। বদ্যি ডাকতে গেছে।

তিনকড়ি। (কাতরস্বরে) আর বদ্যি ডেকে কী হবে। ওষুধ খাব যে তার জায়গা কোথায়।

বনমালী। তোমার পেটে কী হয়েছে তিনকড়িদা?

তিনকড়ি। যাই হোক গে। কাল তোমাকে যা শিখিয়েছিলুম, মনে আছে কি?

বনমালী। আছে।

তিনকড়ি। কী বলো দেখি?

বনমালী। পেটে খেলে পিঠে সয়।

তিনকড়ি। আজ আর-একটা শেখাব। কথাটা মনে রেখো—"পিঠে খেলে পেটে সয় না।"

১২৯২

অভ্যর্থনা

প্রথম দৃশ্য

গ্রামের পথ

চতুর্ভুজ বাবু এম-এ পাশ করিয়া গ্রামে আসিয়াছেন ; মনে করিয়াছেন গ্রামে হুলস্থূল পড়িবে। সঙ্গে একটি মোটাসোটা কাবুলি বিড়াল আছে

নীলরতনের প্রবেশ

নীলরতন। এই যে চতুবাবু, কবে আসা হল ?

চতুর্ভুজ। কালেজে এম-এ একজামিন দিয়েই—

নীলরতন। বা বা, এ বেড়ালটি তো বড়ো সরেশ।

চতুর্ভুজ। এবারকার একজামিনেশন ভারি—

নীলরতন। মশায়, বেড়ালটি কোথায় পেলেন ?

চতুর্ভুজ। কিনেছি। এবারে যে সবজেক্ট নিয়েছিলুম—

নীলরতন। কত দাম লেগেছে মশায় ?

চতুর্ভুজ। মনে নেই। নীলরতনবাবু, আমাদের গ্রামের থেকে কেউ কি পাস হয়েছে ?

নীলরতন। বিস্তর। কিন্তু এমন বেড়াল এ মুল্লুকে নেই।

চতুর্ভুজ। (স্বগত) আ মোলো, এ যে কেবল বেড়ালের কথাই বলে— আমি যে পাস করে এলুম সে-কথা যে আর তোলে না।

জমিদারবাবুর প্রবেশ

জমিদার। এই যে চতুর্ভুজ, এতকাল কলকাতায় বসে কী করলে বাপু ?

চতুর্ভুজ। আজ্ঞে এমে দিয়ে আসছি।

জমিদার। কী বললে? মেয়ে দিয়ে এসেছ? কাকে দিয়ে এসেছ?

চতুর্ভুজ। তা নয়— বি-এ দিয়ে—

জমিদার। মেয়ের বিয়ে দিয়েছ? তা আমরা কিছুই জানতে পারলেম না?

চতুর্ভুজ। বিয়ে নয়—বি-এ—

জমিদার। তবেই হল। তোমরা শহরে বল বি-এ, আমরা পাড়াগাঁয়ে বলি বিয়ে। সে-কথা যাক। এ বেড়ালটি তোফা দেখতে।

চতুর্ভুজ। আপনার ভ্রম হয়েছে; আমার—

জমিদার। ভ্রম কিসের— এমন বেড়াল তুমি এ জেলার মধ্যে খুঁজে বের করো দেখি!

চতুর্ভুজ। আজ্ঞে না, বেড়ালের কথা হচ্ছে না—

জমিদার। বেড়ালের কথাই তো হচ্ছে— আমি বলছি এমন বেড়াল মেলে না।

চতুর্ভুজ। (স্বগত) আ খেলে যা!

জমিদার। বিকেলের দিকে বেড়ালটি সঙ্গে করে আমাদের ওদিকে একবার যেয়ো। ছেলেরা দেখে ভারি খুশি হবে।

চতুর্ভুজ। তা হবে বইকি। ছেলেরা অনেকদিন আমাকে দেখে নি।

জমিদার। হাঁ— তা তো বটেই— কিন্তু আমি বলছি, তুমি যদি যেতে না পার তো বেড়ালটি বেণীর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দিয়ো— ছেলেদের দেখাব।

প্রস্থান

সাতুখুড়োব প্রবেশ

সাতুখুড়ো। এই যে, অনেক দিনের পর দেখা।

চতুর্ভুজ। তা আর হবে না। কতগুলো একৃজামিন—

সাতুখুড়ো। এই বেড়ালটি—

চতুর্ভুজ। (সরোষে) আমি বাড়ি চললেম।

প্রস্থানোদ্যম

সাতুখুড়ো। আরে শুনে যাও না— এ বেড়ালটি—

চতুর্ভুজ। না মশায়, বাড়িতে কাজ আছে।

সাতুখুড়ো। আরে একটা কথার উত্তরই দাও না— এ বেড়ালটি—

কোনো উত্তব না দিয়া হনহন বেগে চতুর্ভুজেব প্রস্থান

সাতুখুড়ো। আ মোলো। ছেলেপুলেগুলো লেখাপড়া শিখে ধনুর্ধর হয়ে ওঠেন। গুণ তো যথেষ্ট— অহংকার চার পোয়া।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

চতুর্ভুজের বাটীর অন্তঃপুব

দাসী। মাঠাকরুন, দাদাবাবু একেবারে আগুন হয়ে এসেছেন।

মা। কেন রে ?

দাসী। কী জানি বাপু।

চতুর্ভুজের প্রবেশ

ছোটো ছেলে। দাদাবাবু, এ বেড়ালটি আমাকে—

চতুর্ভুজ। (তাহাকে এক চপেটাঘাত) দিন রাত্রি কেবল বেড়াল বেড়াল বেড়াল !

মা। বাছা সাধে রাগ করে! এত দিন পরে বাড়ি এল, ছেলেগুলি বিরক্ত করে খেলে। যা, তোরা সব যা!

চতুর্ভুজের প্রতি

আমাকে দাও বাছা—দুধভাত রেখে দিয়েছি, আমি তোমার বেড়ালকে খাইয়ে আনছি।

চতুর্ভুজ। (সরোষে) এই নাও মা, তোমরা বেড়ালকেই খাওয়াও, আমি খাব না, আমি চললেম।

মা। (সকাতরে) ও কী কথা! তোমার খাবার তো তৈরি আছে বাপ, এখন নেয়ে এলেই হয়।

চতুর্ভুজ। আমি চললেম— তোমাদের দেশে বেড়ালেরই আদর— এখানে গুণবানের আদর নেই।

বিড়ালের প্রতি লাথি বর্ষণ

মাসিমা। আহা ওকে মেরো না— ও তো কোনো দোষ করে নি।

চতুর্ভুজ। বেড়ালের প্রতিই যত তোমাদের মায়ামমতা—আর মানুষের প্রতি একটু দয়া নেই।

প্রস্থান

ছোটো মেয়ে। (নেপথ্যের দিকে নির্দেশ করিয়া) হরিখুড়ো দেখে যাও ওর লেজ কত মোটা!

হরি। কার?

মেয়ে। ওই যে ওর!

হরি। চতুর্ভুজের?

মেয়ে। না, ওই বেড়ালের।

তৃতীয় দৃশ্য

পথ

ব্যাগ হস্তে চতুর্ভুজ। সঙ্গে বিড়াল নাই

সাধুচরণ। মশায়, আপনার সে বেড়ালটি গেল কোথায় ?

চতুর্ভুজ। সে মরেছে।

সাধুচরণ। আহা কেমন করে মোলো ?

চতুর্ভুজ। (বিরক্ত হইয়া) জানিনে মশায় !

পরানবাবুর প্রবেশ

পরান। মশায়, আপনার বেড়াল কী হল ?

চতুর্ভুজ। সে মরেছে।

পরান। বটে। মোলো কী করে ?

চতুর্ভুজ। এই তোমরা যেমন করে মরবে। গলায় দড়ি দিয়ে

পরান। ও বাবা, এ যে একেবারে আগুন।

চতুর্ভুজের পশ্চাতে ছেলের পাল লাগিল। হাততালি দিয়া "কাবুলি বিড়াল" "কাবুলি বিড়াল" বলিয়া খেপাইতে লাগিল।

১২৯২

রোগের চিকিৎসা

প্রথম দৃশ্য

হাঁপাইতে হাঁপাইতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হারাধনের প্রবেশ

হারাধন। বাবা! ডাক্তার সাহেবের আস্তাবল থেকে হাঁসের ডিম চুরি করতে গিয়ে আজ আচ্ছা নাকাল হয়েছি! সাহেব যে-রকম তাড়া করে এসেছিল, মরেছিলেম আর কি! ভয়ে পালাতে গিয়ে খানার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেম। পা ভেঙে গেছে তাতে দুঃখ নেই, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি এই ঢের। রোগীগুলোকে হাতে পেলে ডাক্তার সাহেব পট্‌পট্ করে মেরে ফেলে, আমার কোনো ব্যামোস্যামো নেই আমাকেই তো সেরে ফেলবার জো করেছিল। এবারে রোজ রোজ আর হাঁসের ডিম চুরি করব না, একেবারে আস্ত হাঁস চুরি করব আমাদের বাড়িতে ডিম পাড়বে।

নেপথ্য হইতে। হারু!

হারাধন। (সভয়ে) ওই রে বাবা এসেছে। আমার একটা পা খোঁড়া দেখলে মারের চোটে বাবা আর-একটা পা খোঁড়া করে দেবে।

নেপথ্যে পুনশ্চ। হারু।

নিরুত্তর

হারা!

নিরুত্তর

হেরো!

পিতার প্রবেশ

হারাধন। (অগ্রসর হইয়া) আজ্ঞে।

পিতা। তুই খোঁড়াচ্ছিস যে!

হারাধনের মাথা-চুলকন

পিতা। (সরোষে) পা ভাঙলি কী করে!

হারাধন। (সভয়ে) আজ্ঞে, আমি ইচ্ছে করে ভাঙিনি।

পিতা। তা তো জানি। কী করে ভাঙল সেইটে বল্ না।

হারাধন। জানিনে বাবা!

পিতা। তোর পা ভাঙল তুই জানিসনে তো কি ও-পাড়ার গোবরা তেলি জানে।

হারাধন। কখন ভাঙল টের পাইনি বাবা।

পিতা। বটে। এই লাঠির বাড়ি তোর মাথাটা ভাঙলে তবে টের পাবি বুঝি!

হারাধন। (তাড়াতাড়ি হাত দিয়া মাথা আড়াল করিয়া) না বাবা। ওই মাথাটা বাঁচাতে গিয়েই পা'টা ভেঙেছি।

পিতা। বুঝেছি। তবে বুঝি সেদিনকার মতো ডাক্তার সাহেবের বাড়িতে হাঁসের ডিম চুরি করতে গিয়েছিলি, তাই তারা মেরে তোর পা ভেঙে দিয়েছে!

হারাধন। (চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে) হাঁ বাবা। আমার কোনো দোষ নেই। পা আমি নিজে ভাঙিনি, পা তারাই ভেঙে দিয়েছে।

পিতা। লক্ষ্মীছাড়া, তোর কি কিছুতেই চৈতন্য হবে না।

হারাধন। চৈতন্য কাকে বলে বাবা?

পিতা। চৈতন্য কাকে বলে দেখবি?

পিঠে কিল মারিয়া

চৈতন্য একে বলে।

হারাধন। এ তো আমার রোজই হয়।

পিতা। আমি দেখছি তুমি জেলে গিয়েই মরবে!

হারাধন। না বাবা, রোজ চৈতন্য পেলে ঘরে মরব।

পিতা। নাঃ, তোকে আর পেরে উঠলেম না।

হারাধন। (চুপড়ির দিকে চাহিয়া) বাবা, তাল এনেছ কার জন্যে? আমি খাব।

পিতা। (পৃষ্ঠে কিল মারিয়া) এই খাও!

হারাধন। (পিঠে হাত বুলাইয়া) এ তো ভালো লাগল না!

নেপথ্যে। হারু!

হারাধন। কী মা।

নেপথ্যে। তোর জন্যে তালের বড়া করে রেখেছি— খাবি আয়।

খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে হারাধনের প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডাক্তার সাহেবের আস্তাবলে হারাধন হাঁস চুরি-করণে প্রবৃত্ত

পিতা। (দূর হইতে) হারু।

হারাধন। ওই রে, বাবা আসছে, কী করি।

হারাধনের গলা হইতে পেট পর্যন্ত থলি ঝুলিতেছিল
তাড়াতাড়ি থলির মধ্যে হাঁস পুরিয়া ফেলিল।

পিতা। হারু!

নিরুত্তর

হারা!

নিরুত্তর

হেরো!

হারাধন। আজ্ঞে।

পিতা। তোর পেট হঠাৎ অমন ফুলে উঠল কী করে?

হারাধন। বাবা, কাল সেই তালের বড়া খেয়ে।

পিতা। অমন কঁ্যাক কঁ্যাক শব্দ হচ্ছে কেন?

হারাধন। পেটের ভিতর নাড়ীগুলো ডাকছে।

পিতা। দেখি, পেটে হাত দিয়ে দেখি।

হারাধন। (শশব্যস্তে) ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, বড্ড ব্যথা হয়েছে।

পেটের মধ্যে কঁ্যাক কঁ্যাক

পিতা। (স্বগত) সব বোঝা গেছে। হতভাগাকে জব্দ করতে হবে। (প্রকাশ্যে) তোমার রোগ সহজ নয়। এস বাপু, তোমাকে হাঁসপাতালে নিয়ে যাই।

হারাধন। না বাবা, এমন আমার মাঝে মাঝে হয়, আপনি সেরে যায়।

কঁ্যাক কঁ্যাক কঁ্যাক

পিতা। কইরে, এ তো ক্রমেই বাড়ছে। চল্ আর দেরি নয়।

টানিয়া লইয়া প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

হারাধন। পিতা ও মাতা

মা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বাছার আমার কী হল গো।

পিতা। হাঁগো, তুমি বেশি গোল কোরো না। হাঁসপাতালে নিয়ে গেলেই এ ব্যামো সেরে যাবে।

মা। আমি বেশি গোল করছি, না তোমার ছেলের পেট বেশি

গোল করছে! (সভয়ে) এ যে হাঁসের মতো ক্যাঁক ক্যাঁক করে। বাবা হারু, তোকে আর আমি হাঁসের ডিম খেতে দেব না— তোর পেটের মধ্যে হাঁস ডাকছে— কী হবে।

ক্রন্দন

হারাধন। (তাড়াতাড়ি) না মা, ও হাঁস নয়, ও তালের বড়া। হাঁস তোমাকে কে বললে। ককখনো হাঁস নয়। হাঁস হতেই পারে না। আচ্ছা, বাজি রাখো, যদি তালের বড়া হয়!

মা। তালের বড়া কি অমন করে ডাকে বাছা।

হারাধন। তুমি একটু চুপ করো মা। তোমাদের গোলমাল শুনে পেটের ভিতর আরো বেশি করে ডাকছে।

পিতা। বোসেদের বাড়ি আমার একটু কাজ আছে, আমি কাজ সেরেই হারুকে নিয়ে হাঁসপাতালে যাচ্ছি।

প্রস্থান

ক্যাঁক ক্যাঁক ক্যাঁক ক্যাঁক

মা। ওগো, এ যে ক্রমেই বাড়তে চলল! ওগো মুখুজ্যে মশাই!

মুখুজ্যে মশায়ের প্রবেশ

মুখুজ্যে। কী গো বাছা।

মা। বাছার আমার ক্রমেই বাড়তে লাগল। একে শিগগির— ওই যে কী বলে ওই— তোমাদের হাঁচপাতালে নিয়ে চলো।

মুখুজ্যে। আমি তো তাই প্রথম থেকেই বলছি, হারুর বাবাই তো এতক্ষণ দেরি করিয়ে রাখলে। (হারার প্রতি) তবে চল্, ওঠ্।

হারাধন। না দাদামশায়, আমি হাঁসপাতালে যাব না, আমার কিছু হয় নি।

মুখুজ্যে। কিছু হয় নি বটে। তোর পেটের ডাকের চোটে

পাড়াসুদ্ধ অস্থির হয়ে উঠল। পেটের মধ্যে বাত শ্লেষ্মা পিত্ত তিনটিতে মিলে যেন দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধিয়ে দিয়েছে।

বলপূর্বক লইয়া যাওন

চতুর্থ দৃশ্য

হাঁসপাতালে ডাক্তার সাহেব ও হারাধন

ডাক্তার। টোমার পেটে কী হইয়াছে।

হারাধন। কিছু হয়নি, সাহেব। এবার আমাকে মাপ করো সাহেব, আমার কিছু হয়নি।

ডাক্তার। কিছু হয়নি টো এ কী।

পেটে খোঁচা দেওন ও দ্বিগুণ কঁ্যাক কঁ্যাক শব্দ

(হাসিয়া) টোমার ব্যামো আমি সমষ্ট বুঝিয়াছি।

হারাধন। তোমার গা ছুঁয়ে বলছি সাহেব, আমার কোনো ব্যামো হয়নি। এমন কাজ আর কখনো করব না।

ডাক্তার। টোমার ভয়ানক ব্যামো হইয়াছে।

হারাধন। সাহেব, আমার ব্যামো আমি জানি নে তুমি জান!

কঁ্যাক কঁ্যাক

সরোষে থলিতে চাপড় মারিয়া

আ মোলো যা, এর যে ডাক কিছুতেই থামে না।

ডাক্তার। (বৃহৎ ছুরি লইয়া) টোমার চুরি ব্যামো হইয়াছে, ছুরি না ডিলে সারিবে না।

পেট চিরিতে উদ্যত

হারাধন। (কাঁদিয়া হাঁস বাহির করিয়া) সাহেব, এই নাও তোমার হাঁস। তোমার এ হাঁস কোনোমতেই আমার পেটে সইল না। এর চেয়ে ডিমগুলো ছিল ভালো।

হারাধনকে ধরিয়া সাহেবের প্রহার

সাহেব, আর আবশ্যক নেই, আমার ব্যামো একেবারেই সেরে গেছে।

১২৯২

চিন্তাশীল

প্রথম দৃশ্য

চিন্তাশীল নরহরি চিন্তায় নিমগ্ন। ভাত শুকাইতেছে
মা মাছি তাড়াইতেছেন

মা। অত ভেবো না মাথার ব্যামো হবে বাছা।

নরহরি। আচ্ছা মা, 'বাছা' শব্দের ধাতু কী বলো দেখি!

মা। কী জানি বাপু!

নরহরি। 'বৎস'। আজ তুমি বলছ 'বাছা'— দু-হাজার বৎসর আগে বলত 'বৎস'— এই কথাটা একবার ভালো করে ভেবে দেখো দেখি মা। কথাটা বড়ো সামান্য নয়। এ কথা যতই ভাববে ততই ভাবনার শেষ হবে না।

পুনরায় চিন্তায় মগ্ন

মা। যে ভাবনা শেষ হয় না এমন ভাবনার দরকার কী, বাপ! ভাবনা তো তোর চিরকাল থাকবে, ভাত যে শুকোয়। লক্ষ্মী আমার, এক বার ওঠ্।

নরহরি। (চমকিয়া) কী বললে মা? লক্ষ্মী? কী আশ্চর্য! এক কালে লক্ষ্মী বলতে দেবী-বিশেষকে বোঝাত। পরে লক্ষ্মীর গুণ অনুসারে সুশীলা স্ত্রীলোককে লক্ষ্মী বলত, কালক্রমে দেখো পুরুষের প্রতিও লক্ষ্মী শব্দের প্রয়োগ হচ্ছে। একবার ভেবে দেখো মা, আস্তে আস্তে ভাষার কেমন পরিবর্তন হয়! ভাবলে আশ্চর্য হতে হবে।

ভাবনায় দ্বিতীয় ডুব

মা। আমার আর কি কোনো ভাবনা নেই, নরু? আচ্ছা তুই তো

এত ভাবিস তুইই বল দেখি, উপস্থিত কাজ উপস্থিত ভাবনা ছেড়ে কি এই সব বাজে ভাবনা নিয়ে থাকা ভালো ? সকল ভাবনারই তো সময় আছে।

নরহরি। এ কথাটা বড়ো গুরুতর মা! আমি হঠাৎ এর উত্তর দিতে পারব না। এটা কিছুদিন ভাবতে হবে— ভেবে পরে বলব।

মা। আমি যে-কথাই বলি তোর ভাবনা তাতে কেবল বেড়েই ওঠে, কিছুতেই আর কমে না। কাজ নেই বাপু, আমি আর-কাউকে পাঠিয়ে দিই।

প্রস্থান

মাসিমা

মাসিমা। ছি নরু, তুই কি পাগল হলি ? ছেঁড়া চাদর, একমুখ দাড়ি— সম্মুখে ভাত নিয়ে ভাবনা! সুবলের মা তোকে দেখে হেসেই কুরুক্ষেত্র!

নরহরি। কুরুক্ষেত্র! আমাদের আর্যগৌরবের শ্মশানক্ষেত্র! মনে পড়লে কি শরীর লোমাঞ্চিত হয় না। অন্তঃকরণ অধীর হয়ে ওঠে না। আহা কত কথা মনে পড়ে! কত ভাবনাই জেগে ওঠে! বল কী মাসি! হেসেই কুরুক্ষেত্র! তার চেয়ে বল না কেন কেঁদেই কুরুক্ষেত্র।

অশ্রুনিপাত

মাসিমা। ওমা, এ যে কাঁদতে বসল! আমাদের কথা শুনলেই এর শোক উপস্থিত হয়। কাজ নেই বাপু।

প্রস্থান

দিদিমা

দিদিমা। ও নরু, সূর্য যে অস্ত যায়।

চিন্তাশীল

নরহরি। ছি দিদিমা, সূর্য তো অস্ত যায় না। পৃথিবীই উলটে যায়। রোসো আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

চারিদিকে চাহিয়া

একটা গোল জিনিস কোথাও নেই ?

দিদিমা। এই তোমার মাথা আছে— মুণ্ডু আছে।

নরহরি। কিন্তু মাথা যে বদ্ধ, মাথা যে ঘোরে না।

দিদিমা। তোমারই ঘোরে না, তোমার রকম দেখে পাড়াসুদ্ধ লোকের মাথা ঘুরছে! নাও আর তোমায় বোঝাতে হবে না, এদিকে ভাত জুড়িয়ে গেল, মাছি ভন্ ভন্ করছে।

নরহরি। ছি দিদিমা, এটা যে তুমি উল্‌টো কথা বললে ; মাছি তো ভন্ ভন্ করে না। মাছির ডানা থেকেই এই রকম শব্দ হয়। রোসো আমি তোমাকে প্রমাণ করে দিচ্ছি—

দিদিমা। কাজ নেই তোমার প্রমাণ ক'রে।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

নরহরি চিন্তামগ্ন। ভাবনা ভাঙাইবার উদ্দেশ্যে নরহরির শিশু ভাগিনেয়কে কোলে করিয়া মাতার প্রবেশ

মা। (শিশুর প্রতি) জাদু, তোমার মামাকে দণ্ডবৎ করো।

নরহরি। ছি মা, ওকে ভুল শিখিয়ো না। একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবে, ব্যাকরণ অনুসারে দণ্ডবৎ করা হতেই পারে না— দণ্ডবৎ হওয়া বলে। কেন বুঝতে পেরেছ মা ? কেননা দণ্ডবৎ মানে—

মা। না বাবা, আমাকে পরে বুঝিয়ে দিলেই হবে। তোমার ভাগনেকে এখন একটু আদর করো।

নরহরি। আদর করব? আচ্ছা এস আদর করি।

শিশুকে কোলে লইয়া

কী করে আদর আরম্ভ করি? রোসো একটু ভাবি।

চিন্তামগ্ন

মা। আদর করবি, তাতেও ভাবতে হবে নরু?

নরহরি। ভাবতে হবে না, মা? বল কী? ছেলেবেলাকার আদরের উপরে ছেলের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তা কি জান? ছেলেবেলাকার এক-একটা সামান্য ঘটনার ছায়া বৃহৎ আকার ধ'রে আমাদের সমস্ত যৌবনকালকে, আমাদের সমস্ত জীবনকে আচ্ছন্ন করে রাখে এটা যখন ভেবে দেখা যায়— তখন কি ছেলেকে আদর করা একটা সামান্য কাজ বলে মনে করা যায়। এইটে একবার ভেবে দেখো দেখি, মা।

মা। থাক বাবা, সে-কথা আর-একটু পরে ভাবব, এখন তোমার ভাগনেটির সঙ্গে দুটো কথা কও দেখি।

নরহরি। ওদের সঙ্গে এমন কথা কওয়া উচিত যাতে ওদের আমোদ এবং শিক্ষা দুই হয়। আচ্ছা, হরিদাস, তোমার নামের সমাস কী বলো দেখি?

হরিদাস। আমি চমা কাব।

মা। দেখো দেখি বাছা, ওকে এ-সব কথা জিগেস কর কেন? ও কী জানে!

নরহরি। না, ওকে এই বেলা থেকে এই রকম করে অল্পে অল্পে মুখস্থ করিয়ে দেব।

মা। (ছেলে তুলিয়া লইয়া) না বাবা, কাজ নেই তোমার আদর করে।

নরহরি মাথায় হাত দিয়া পুনশ্চ চিন্তায় মগ্ন

চিন্তাশীল

মা। (কাতর হইয়া) বাবা, আমায় কাশী পাঠিয়ে দে, আমি কাশীবাসী হব।

নরহরি। তা যাও না মা, তোমার ইচ্ছে হয়েছে আমি বাধা দেব না।

মা। (স্বগত) নরু আমার সকল কথাতেই ভেবে অস্থির হয়ে পড়ে, এটাতে বড়ো বেশি ভাবতে হল না। (প্রকাশ্যে) তাহলে তো আমাকে মাসে মাসে কিছু টাকার বন্দোবস্ত করে দিতে হবে।

নরহরি। সত্যি নাকি, তাহলে আমাকে আর কিছু দিন ধরে ভাবতে হবে। এ কথা নিতান্ত সহজ নয়। আমি এক হপ্তা ভেবে পরে বলব।

মা। (ব্যস্ত হইয়া) না বাবা, তোমার আর ভাবতে হবে না—আমার কাশী গিয়ে কাজ নেই।

১২৯২

ভাব ও অভাব

কবিবর কুঞ্জবিহারীবাবু ও বশংবদবাবু

কুঞ্জবিহারী। কী অভিপ্রায়ে আগমন?

বশংবদ। আজ্ঞে, আর তো অন্ন জোটে না; মশাই সেই যে কাজের—

কুঞ্জবিহারী। (ব্যস্তসমস্ত হইয়া) কাজ? কাজ আবার কিসের? আজ এই সুমধুর শরৎকালে কাজের কথা কে বলে?

বশংবদ। আজ্ঞে, ইচ্ছে করে কেউ বলে না, পেটের জ্বালায়—

কুঞ্জবিহারী। পেটের জ্বালা? ছিছি ওটা অতি হীন কথা—ও-কথা আর বলবেন না।

বশংবদ। যে আজ্ঞে, আর বলব না। কিন্তু ওটা সর্বদাই মনে পড়ে।

কুঞ্জবিহারী। বলেন কী বশংবদবাবু, সর্বদাই মনে পড়ে? এমন প্রশান্ত নিস্তব্ধ সুন্দর সন্ধ্যাবেলাতেও মনে পড়ছে?

বশংবদ। আজ্ঞে, পড়ছে বই কি। এখন আরও বেশি মনে পড়ছে। সেই সাড়ে দশটা বেলায় দুটি ভাত মুখে গুঁজে উমেদারি করতে বের হয়েছিলুম তার পরে তো আর খাওয়া হয়নি।

কুঞ্জবিহারী। তা না-ই হল। খাওয়া না-ই হল।

বশংবদবাবুর নীরবে মাথা চুলকন

এই শরতের জ্যোৎস্নায় কি মনে হয় না যে, মানুষ যেন পশুর মতো কতকগুলো আহার না করেও বেঁচে থাকে! যেন কেবল এই চাঁদের আলো, ফুলের মধু, বসন্তের বাতাস খেয়েই জীবন বেশ চলে যায়!

বশংবদ। (সভয়ে মৃদুস্বরে) আজ্ঞে, জীবন বেশ চলে যায় সত্যি কিন্তু জীবন রক্ষে হয় না— আরও কিছু খাবার আবশ্যক করে।

কুঞ্জবিহারী। (উষ্ণভাবে) তবে তাই খাও গে যাও। কেবল মুঠো মুঠো কতকগুলো ভাত ডাল আর চচ্চড়ি গেলো গে যাও। এখানে তোমাদের অনধিকার প্রবেশ।

বশংবদ। সেগুলো কোথায় পাওয়া যাবে মশায়! আমি এখনই যাচ্ছি।

কুঞ্জবাবুকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া

কুঞ্জবাবু, আপনি ঠিক বলেছেন, আপনার এই বাগানের হাওয়া খেলেই পেট ভরে যায়। আর কিছু খেতে ইচ্ছে করে না।

কুঞ্জবিহারী। এ কথা আপনার মুখে শুনে খুশি হলুম, এই হচ্ছে যথার্থ মানুষের মতো কথা। চলুন, বাইরে চলুন ; এমন বাগান থাকতে ঘরে কেন?

বশংবদ। চলুন।

আপন মনে মৃদুস্বরে

হিমের সময়টা— গায়েও একখানা কাপড় নেই—

কুঞ্জবিহারী। বা— শরৎকালের কী মাধুরী!

বশংবদ। তা ঠিক কথা। কিন্তু কিছু ঠাণ্ডা।

কুঞ্জবিহারী। (গায়ে শাল টানিয়া) কিছু মাত্র ঠাণ্ডা নয়।

বশংবদ। না ঠাণ্ডা নয়।

হিহিহি কম্পন

কুঞ্জবিহারী। (আকাশে চাহিয়া) বা বা বা— দেখে চক্ষু জুড়োয়। খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘগুলি নীল আকাশে সরোবরে রাজহংসের মতো ভেসে বেড়াচ্ছে আর মাঝখানে চাঁদ যেন—

বশংবদ। (গুরুতর কাশি) খক খক খক।

কুঞ্জবিহারী। মাঝখানে চাঁদ যেন—

বশংবদ। খন খন খক খক।

কুঞ্জবিহারী। (ঠেলা দিয়া) শুনছেন বশংবদবাবু— মাঝখানে চাঁদ যেন—

বশংবদ। রসুন একটু— খক খক খন খন ঘড ঘড়।

কুঞ্জবিহারী। (চটিয়া উঠিয়া) আপনি অত্যন্ত বদলোক। এ-রকম করে যদি কাশতে হয় তো আপনি ঘরের কোণে গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকুন। এমন বাগান—

বশংবদ। (সভয়ে প্রাণপণে কাশি চাপিয়া) আজ্ঞে, আমার আর কিছু নেই। (স্বগত) অর্থাৎ কম্বলও নেই, কাঁথাও নেই।

কুঞ্জবিহারী। এই শোভা দেখে আমার একটি গান মনে পড়ছে। আমি গাই—

সু-উ-উন্দর উপবন বিকশিত তরু-উগণ মনোহর বকু—

বশংবদ। (উৎকট হাঁচি) হ্যাঁচ্ছোঃ

কুঞ্জবিহারী। মনোহর বকু—

বশংবদ। হ্যাঁচ্ছো। হ্যাঁচ্ছো—

কুঞ্জবিহারী। শুনছেন? মনোহর বকু—

বশংবদ। হ্যাঁচ্ছোঃ হ্যাঁচ্ছোঃ।

কুঞ্জবিহারী। বেরোও আমার বাগান থেকে।

বশংবদ। রসুন— হ্যাঁচ্ছোঃ।

কুঞ্জবিহারী। বেরোও এখেন থেকে—

বশংবদ। এখনি বেরোচ্ছি—আমার আর এক দণ্ডও এ বাগানে থাকবার ইচ্ছে নেই— আমি না বেরোলে আমার মহাপ্রাণী বেরোবেন।

হ্যাচ্ছোঃ। শরৎকালের মাধুরী আমার নাক-চোখ দিয়ে বেরোচ্ছে। প্রাণটা সুদ্ধ হেঁচে ফেলবার উপক্রম। হ্যাচ্ছো হ্যাচ্ছো। খক খক। কিন্তু কুঞ্জবাবু সেই কাজটা যদি— হ্যাঁচ্ছোঃ।

কুঞ্জবাবুর শাল মুড়ি দিয়া নীরবে আকাশের চাঁদের দিকে চাহিয়া থাকন

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। খাবার এসেছে।

কুঞ্জবিহারী। দেরি করলি কেন? খাবার আনতে দু-ঘণ্টা লাগে বুঝি?

দ্রুত প্রস্থান

রোগীর বন্ধু

রেলগাড়িতে দুঃখীরাম ও বৈদ্যনাথবাবু

বৈদ্যনাথ। (মাথায় হাত দিয়া) উ—উ—উঃ।

দুঃখীরাম। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) হা—হাঃ।

কাতরভাবে বৈদ্যনাথের প্রতি নিরীক্ষণ

বৈদ্যনাথ। (দুঃখীরামের মনোযোগ দেখিয়া) দেখছেন তো মশায় ব্যামোর কষ্টটা তো দেখছেন।

দুঃখীরাম। না, আমি তা দেখছি নে। আপনাকে দেখে আমার পুনর্বার ভ্রাতৃশোক উপস্থিত হচ্ছে। হা হাঃ।

নিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। সে কী কথা।

দুঃখীরাম। হাঁ মশায়। মরবার সময় তার ঠিক আপনার মতো চেহারা হয়ে এসেছিল—

বৈদ্যনাথ। (শশব্যস্ত হইয়া) বলেন কী?

দুঃখীরাম। যথার্থ কথা। ওই-রকম তার চোখ বসে গিয়েছিল, গালের মাংস ঝুলে পড়েছিল, হাত-পা সরু হয়ে গিয়েছিল, ঠোঁট সাদা, মুখের চামড়া হলদে—

বৈদ্যনাথ। (আকুল ভাবে) বলেন কী মশায়? আমার কি তবে এমন দশা হয়েছে? এ কথা আমাকে তো কেউ বলে নি—

দুঃখীরাম। কেনই বা বলবে। এ-সংসারে প্রকৃত বন্ধু কেই বা আছে।

দীর্ঘনিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। ডাক্তার তো আমাকে বারবার বলেছে আমার কোনো ভাবনার কারণ নেই।

দুঃখীরাম। ডাক্তার? ডাক্তারের কথা আপনি এক তিল বিশ্বাস করেন? ডাক্তারকে বিশ্বাস করেই কি আমরা অকূল পাথারে পড়ি নি? যখন আসন্ন বিপদ সেই সময়েই তারা বেশি করে আশ্বাস দেয়, অবশেষে যখন রোগীর হাতে পায়ে খিল ধরে আসে, তার চোখ উল্‌টে যায়, তার গা-হাত-পা হিম হয়ে আসে, তার—

বৈদ্যনাথ। (দুঃখীরামের হাত ধরিয়া) ক্ষমা করুন মশায়, আর বলবেন না মশায়! আমার গা-হাত-পা হিম হয়েই এসেছে। আপনার বর্ণনা সত্যসত্যই খেটে যাবে।

বুকে হাত দিয়া

উ উ উঃ।

দুঃখীরাম। দেখছেন মশায়। আমি তো বলেইছি— ডাক্তারের আশ্বাসবাক্যে কিছুমাত্র বিশ্বাস করবেন না। আচ্ছা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি— আপনি কি রাত্রে চিত হয়ে শোন্‌?

বৈদ্যনাথ। হাঁ। চিত হয়ে না শুলে আমার ঘুম হয় না।

দুঃখীরাম। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আমার ভায়েরও ঠিক ওই দশা হয়েছিল। সে একেবারেই পাশ ফিরতে পারত না!

বৈদ্যনাথ। আমি তো ইচ্ছা করলেই পাশ ফিরতে পারি।

দুঃখীরাম। এখন পারছেন। কিন্তু ক্রমে আর পারবেন না।

বৈদ্যনাথ। সত্যি না কি!

দুঃখীরাম। ক্রমে আপনার বাঁ-দিকের পাঁজরায় একরকম বেদনা ধরবে, ক্রমে পায়ের আঙুলগুলো একেবারে আড়ষ্ট হয়ে যাবে, গাঁঠ ফুলে উঠবে, ক্রমে—

বৈদ্যনাথ। (গলদ্‌ঘর্ম হইয়া) দোহাই আপনার, আর বলবেন না। আমার বুক ধড়াস ধড়াস করছে!

দুঃখীরাম। আপনার এইবেলা সাবধান হওয়া উচিত।

বৈদ্যনাথ। উচিত তা যেন বুঝলুম কিন্তু কী করব বলুন।

দুঃখীরাম। আপনি কি অ্যালোপাথি মতে চিকিৎসা করাচ্ছেন?

বৈদ্যনাথ। হাঁ।

দুঃখীরাম। কী সর্বনাশ! অ্যালোপাথরা তো বিষ খাওয়ায়, ব্যামোর চেয়ে ওষুধ ভয়ানক। যমের চেয়ে ডাক্তারকে ডরাই।

বৈদ্যনাথ। (শঙ্কিত হইয়া) বটে। তা কী করব? হোমিওপ্যাথি দেখব?

দুঃখীরাম। হোমিওপ্যাথি তো শুধু জলের ব্যবস্থা।

বৈদ্যনাথ। তবে কি বদ্যি দেখাব?

দুঃখীরাম। তার চেয়ে খানিকটা আফিং তুঁতের জলে গুলে হরতেল মিশিয়ে খান না কেন।

বৈদ্যনাথ। রাম রাম। তবে কী করা যায় মশায়?

দুঃখীরাম। কিছু করবার নেই, কোনো উপায় নেই, এ আপনাকে নিশ্চিত বলছি।

বৈদ্যনাথ। মশায়, আমি রোগা মানুষ আমাকে এ-রকম ভয়-দেখানো উচিত হয় না।

দুঃখীরাম। ভয় কিসের মশায়? এ-সংসারে তো কেবলই দুঃখ কষ্ট বিপদ। চতুর্দিক অন্ধকার। বিষাদের মেঘে আচ্ছন্ন। হাহুতাশ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। এখানে আমরা বিষধর সর্পের গর্তে বাস করছি। এখেন থেকে বিদায় হওয়াই ভালো।

নিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। দেখুন, ডাক্তার আমাকে সর্বদা আমোদ-আহ্লাদ নিয়ে প্রফুল্ল থাকতে বলেছে। আপনার ওই মুখ দেখেই আমার ব্যামো যেন

হুহু করে বেড়ে উঠছে। আমাকে দেখে আপনার ভ্রাতৃশোক জন্মেছিল কিন্তু আপনার ওই অন্ধকার দাড়ি ঝাড়া দিলেই দেড় ডজন পুত্রশোক ঝরে পড়ে। আপনি একটা ভালো কথা তুলুন। এটা কোন্ স্টেশন মশায়?

দুঃখীরাম। এটা মধুপুর। এখেনে এ-বৎসর যে-রকম ওলাউঠো হয়েছে সে আর বলবার নয়।

বৈদ্যনাথ। (ব্যস্ত হইয়া) ওলাউঠো! বলেন কী! এখেনে গাড়ি কতক্ষণ থাকে?

দুঃখীরাম। আধঘণ্টা। এখেনে পাঁচ মিনিট থাকাও উচিত না।

বৈদ্যনাথ। (শুইয়া পড়িয়া) কী সর্বনাশ।

দুঃখীরাম। ভয় করা বড়ো খারাপ। ভয় ধরলে তাকে ওলাউঠো আগে ধরে। লরি সাহেবের বইয়ে লেখা আছে—

বৈদ্যনাথ। আপনি আমাকে ছাড়লে আমার ভয়ও ছাড়ে। আপনি আমার হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়েছেন। আপনি ডাক্তার ডাকুন—আমার কেমন করছে।

দুঃখীরাম। ডাক্তার কোথায়?

বৈদ্যনাথ। তবে স্টেশনমাস্টারকে ডাকুন।

দুঃখীরাম। গাড়ী যে ছাড়ে-ছাড়ে।

বৈদ্যনাথ। তবে গার্ডকে ডাকুন।

দুঃখীরাম। গার্ড আপনার কী করতে পারবে।

দীর্ঘনিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। তবে হরিকে ডাকুন। আমার হয়ে এল। (মূর্ছা)

দুঃখীরামের উপর্যুপরি সুদীর্ঘ নিশ্বাসপতন ও গান—

"মনে করো শেষের সে দিন ভয়ংকর।"

১২৯২

খ্যাতির বিড়ম্বনা

প্রথম দৃশ্য

উকিল দুকড়ি দত্ত চেয়ারে আসীন

ভয়ে ভয়ে খাতা-হস্তে কাঙালিচরণের প্রবেশ

দুকড়ি। কী চাই?

কাঙালি। আজ্ঞে, মশায় হচ্ছেন দেশহিতৈষী—

দুকড়ি। তা তো সকলেই জানে, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী?

কাঙালি। আপনি সাধারণের হিতের জন্য প্রাণপণ—

দুকড়ি। ক'রে ওকালতি ব্যাবসা চালাচ্ছি তাও কারও অবিদিত নেই— কিন্তু তোমার বক্তব্যটা কী?

কাঙালি। আজ্ঞে, বক্তব্য বেশি নেই।

দুকড়ি। তবে শীঘ্র শীঘ্র সেরে ফেলো না।

কাঙালি। একটু বিবেচনা করে দেখলে আপনাকে স্বীকার করতেই হবে যে "গানাৎ পরতরং নহি"—

দুকড়ি। বাপু, বিবেচনা এবং স্বীকার করবার পূর্বে যে-কথাটা বললে তার অর্থ জানা বিশেষ আবশ্যক। ওটা বাংলা করে বলো।

কাঙালি। আজ্ঞে বাংলাটা ঠিক জানি নে। তবে মর্ম হচ্ছে এই, গান জিনিসটা শুনতে বড়ো ভালো লাগে।

দুকড়ি। সকলের ভালো লাগে না।

কাঙালি। গান যার ভালো না লাগে সে হচ্ছে—

দুকড়ি। উকিল শ্রীযুক্ত দুকড়ি দত্ত।

কাঙালি। আজ্ঞে, অমন কথা বলবেন না।

দুকড়ি। তবে কি মিথ্যে কথা বলব?

কাঙালি। আর্যাবর্তে ভরত মুনি হচ্ছেন গানের প্রথম—

দুকড়ি। ভরত মুনির নামে যদি কোনো মকদ্দমা থাকে তো বলো, নইলে বক্তৃতা বন্ধ করো।

কাঙালি। অনেক কথা বলবার ছিল—

দুকড়ি। কিন্তু অনেক কথা শোনবার সময় নেই।

কাঙালি। তবে সংক্ষেপে বলি। এই মহানগরীতে "গানোন্নতি-বিধায়িনী" নাম্নী এক সভা স্থাপন করা গেছে, তাতে মহাশয়কে—

দুকড়ি। বক্তৃতা দিতে হবে ?

কাঙালি। আজ্ঞে না।

দুকড়ি। সভাপতি হতে হবে ?

কাঙালি। আজ্ঞে না।

দুকড়ি। তবে কী করতে হবে বলো। গান গাওয়া এবং গান শোনা, এ-দুটোর কোনোটা আমার দ্বারা কখনো হয় নি এবং হবেও না— তা আমি আগে থাকতে বলে রাখছি।

কাঙালি। মশায়কে ও-দুটোর কোনোটাই করতে হবে না।

খাতা অগ্রসর করিয়া

কেবল কিঞ্চিৎ চাঁদা—

দুকড়ি। (ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া) চাঁদা ! আ সর্বনাশ ! তুমি তো সহজ লোক নও হে— ভালোমানুষটির মতো মুখ কাঁচুমাঁচু করে এসেছ— আমি বলি বুঝি কি মকদ্দমার ফেসাদে পড়েছ। তোমার চাঁদার খাতা নিয়ে বেরোও এখনি— নইলে ট্রেসপাসের দাবি নিয়ে পুলিস-কেস আনব।

কাঙালি। চাইলুম চাঁদা পেলুম অর্ধচন্দ্র ! (স্বগত) কিন্তু তোমাকে জব্দ করব।

দ্বিতীয় দৃশ্য

ডুকড়ি বাবু কতকগুলি সংবাদপত্র হস্তে

ডুকড়ি। এ তো বড়ো মজাই হল! কাঙালিচরণ বলে কে একজন লোক ইংরেজি বাংলা সমস্ত খবরের কাগজে লিখে পাঠিয়েছে যে আমি তাদের "গানোন্নতিবিধায়িনী" সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করেছি। দান চুলোয় যাক, গলাধাক্কা দিতে বাকি রেখেছি। মাঝের থেকে আমার খুব নাম রটে গেল— এতে আমার ব্যাবসার পক্ষে ভারি সুবিধে। তাদেরও সুবিধে, লোকে মনে করবে, যখন পাঁচ হাজার টাকা দান পেয়েছে তখন অবিশ্যি মস্ত সভা। পাঁচ জায়গা থেকে ভারি ভারি চাঁদা আদায় হবে। যা হোক আমার অদৃষ্ট ভালো।

কেরানিবাবুর প্রবেশ

কেরানি। মশায় তবে গানোন্নতি সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করেছেন?

ডুকড়ি। (মাথা চুলকাইয়া হাসিয়া) আ— ও একটা কথার কথা। শোন কেন? কে বললে দিয়েছি? মনে করো যদি দিয়েই থাকি, তা হয়েছে কী। এত গোলের আবশ্যক কী।

কেরানি। আহা কী বিনয়! পাঁচ হাজার টাকা নগদ দিয়ে গোপন করবার চেষ্টা, সাধারণ লোকের কাজ নয়।

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। নিচের ঘরে বিস্তর লোক জমা হয়েছে।

ডুকড়ি। (স্বগত) দেখেছ! এক দিনেই আমার পসার বেড়ে গেছে। (সানন্দে) একে একে তাদের উপরে নিয়ে আয়— আর পান-তামাক দিয়ে যা।

খ্যাতির বিড়ম্বনা

প্রথম ব্যক্তির প্রবেশ

দুকড়ি। (চৌকি সরাইয়া) আসুন— বসুন। মশায় তামাক ইচ্ছে করুন। ওরে— পান দিয়ে যা।

প্রথম। (স্বগত) আহা, কী অমায়িক প্রকৃতি। এঁর কাছে কামনা সিদ্ধি হবে না তো কার কাছে হবে!

দুকড়ি। মশায়ের কী অভিপ্রায়ে আগমন?

প্রথম। আপনার বদান্যতা দেশবিখ্যাত।

দুকড়ি। ও-সব গুজবের কথা শোনেন কেন?

প্রথম। কী বিনয়। কেবল মশায়ের নামই শ্রুত ছিলুম, আজ চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হল।

দুকড়ি। (স্বগত) এখন আসল কথাটা যে পাড়লে হয়। বিস্তর লোক বসে আছে। (প্রকাশ্যে) তা মশায়ের কী আবশ্যক?

প্রথম। দেশের উন্নতি-উদ্দেশ্যে হৃদয়ের—

দুকড়ি। আজ্ঞে সে-সব কথা বলাই বাহুল্য—

প্রথম। তা ঠিক। মশায়ের মতো মহানুভব ব্যক্তি যাঁরা ভারতভূমির—

দুকড়ি। সমস্ত মানছি মশায়, অতএব ও-অংশটুকুও ছেড়ে দিন। তার পরে—

প্রথম। বিনয়ী লোকের স্বভাবই এই যে নিজের গুণানুবাদ—

দুকড়ি। রক্ষে করুন মশায়, আসল কথাটা বলুন।

প্রথম। আসল কথা কী জানেন— দিনে দিনে আমাদের দেশ অধোগতি প্রাপ্ত হচ্ছে—

দুকড়ি। সে কেবলমাত্র কথা সংক্ষেপ করতে না জানার দরুন।

হাস্যকৌতুক

প্রথম। আমাদের স্বর্ণশস্যশালিনী পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ দারিদ্র্যের অন্ধকূপে—

দুকড়ি। (সকাতরে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া) বলে যান।

প্রথম। দারিদ্র্যের অন্ধকূপে দিনে দিনে নিমজ্জমানা—

দুকড়ি। (কাতর স্বরে) মশায়, বুঝতে পারছি নে।

প্রথম। তবে আপনাকে প্রকৃত ব্যাপারটা বলি—

দুকড়ি। (সানন্দে সাগ্রহে) সেই ভালো।

প্রথম। ইংরেজেরা লুঠ করছে।

দুকড়ি। এ তো বেশ কথা। প্রমাণ সংগ্রহ করুন, ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে নালিশ রুজু করি।

প্রথম। ম্যাজিস্ট্রেটও লুঠছে।

দুকড়ি। তবে ডিস্ট্রিক্ট জজের আদালত—

প্রথম। ডিস্ট্রিক্ট জজ তো ডাকাত।

দুকড়ি। (অবাকভাবে) আপনার কথা আমি কিছু বুঝতে পারছি নে।

প্রথম। আমি বলছি দেশের টাকা বিদেশে চালান যাচ্ছে।

দুকড়ি। দুঃখের বিষয়।

প্রথম। তাই একটা সভা—

দুকড়ি। (সচকিত) সভা!

প্রথম। এই দেখুন না খাতা।

দুকড়ি। (বিস্ফারিতনেত্রে) খাতা!

প্রথম। কিঞ্চিৎ চাঁদা—

দুকড়ি। (চৌকি হইতে লাফাইয়া উঠিয়া) চাঁদা! বেরোও—বেরোও— বেরোও—

খ্যাতির বিড়ম্বনা

তাড়াতাড়ি চৌকি-উল্‌টায়ন, কালি-ফেলন, প্রথম ব্যক্তির

বেগে প্রস্থানোদ্যম, পতন, উত্থান, গোলমাল

দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ

দুকড়ি। কী চাই?

দ্বিতীয়। মহাশয়ের দেশবিখ্যাত বদান্যতা—

দুকড়ি। ও-সব হয়ে গেছে—হয়ে গেছে—নতুন কিছু থাকে তো বলুন।

দ্বিতীয়। আপনার দেশহিতৈষিতা—

দুকড়ি। আ মোলো—এও যে সেই কথাটাই বলে!

দ্বিতীয়। স্বদেশের সদনুষ্ঠানে আপনার সদনুরাগ—

দুকড়ি। এ তো বিষম দায় দেখি। আসল কথাটা খুলে বলুন।

দ্বিতীয়। একটা সভা—

দুকড়ি। আবার সভা!

দ্বিতীয়। এই দেখুন না খাতা।

দুকড়ি। খাতা! কিসের খাতা!

দ্বিতীয়। চাঁদা আদায়—

দুকড়ি। চাঁদা! (হাত ধরিয়া টানিয়া) ওঠো, ওঠো, বেরোও, বেরোও—প্রাণের মায়া থাকে তো—

দ্বিরুক্তি না করিয়া চাঁদাওয়ালার প্রস্থান

তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশ

দুকড়ি। দেখো বাপু, আমার দেশহিতৈষিতা বদান্যতা বিনয় এ-সমস্ত শেষ হয়ে গেছে—তার পর থেকে আরম্ভ করো।

তৃতীয়। আপনার সার্বভৌমিকতা—সর্বজনীনতা—উদারতা—

দুকড়ি। তবু ভালো। এ কিছু নতুন ঠেকছে বটে। কিন্তু মশায় ওগুলোও থাক— ভাষায় কথা আরম্ভ করুন!

তৃতীয়। আমাদের একটা লাইব্রেরী—

দুকড়ি। লাইব্রেরী? সভা নয় তো?

তৃতীয়। আজ্ঞে, সভা নয়।

দুকড়ি। আ বাঁচা গেল। লাইব্রেরি। অতি উত্তম। তার পরে বলে যান।

তৃতীয়। এই দেখুন না প্রস্পেক্টস—

দুকড়ি। খাতা নেই তো?

তৃতীয়। আজ্ঞে না— খাতা নয়, ছাপানো কাগজ।

দুকড়ি। আ!— তার পরে।

তৃতীয়। কিঞ্চিৎ চাঁদা।

দুকড়ি। (লাফাইয়া) চাঁদা! ওরে, আমার বাড়ি আজ ডাকাত পড়েছে রে! পুলিসম্যান পুলিসম্যান।

তৃতীয় ব্যক্তির ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন

হরশংকরবাবুর প্রবেশ

দুকড়ি। আরে এস, এস, হরশংকর এস। সেই কালেজে এক সঙ্গে পড়া— তার পরে তো আর দেখা হয় নি— তোমাকে দেখে কী যে আনন্দ হল সে আর কী বলব।

হরশংকর। তোমার সঙ্গে সুখদুঃখের অনেক কথা আছে ভাই— সে সব কথা পরে হবে, আগে একটা কাজের কথা বলে নিই।

দুকড়ি। (পুলকিত হইয়া) কাজের কথা অনেকক্ষণ শুনি নি ভাই— বলো, শুনে কান জুড়োক।

শালের মধ্য হইতে হরশংকরের খাতা বাহির-করণ

ও কী ও, খাতা বেরোয় যে!

হরশংকর। আমাদের পাড়ার ছেলেরা মিলে একটা সভা—

দুকড়ি। (চমকিত হইয়া) সভা!

হরশংকর। সভাই বটে। তা কিছু চাঁদার জন্যে—

দুকড়ি। চাঁদা! দেখো, তোমার সঙ্গে আমার বহুকালের প্রণয় কিন্তু ওই কথাটা যদি আমার সামনে উচ্চারণ কর তাহলে চিরকালের মতো চটাচটি হবে তা বলে রাখছি।

হরশংকর। বটে। তুমি কোথাকার খড়গেছের "গানোন্নতি" সভায় পাঁচ হাজার টাকা দান করতে পার আর বন্ধুর অনুরোধে পাঁচ টাকা সই করতে পার না! কোন্ পাষণ্ড নরাধম এখেনে আর পদার্পণ করে।

সবেগে প্রস্থান

খাতা হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ

দুকড়ি। খাতা? আবার খাতা? পালাও, পালাও।

খাতাবাহক। (ভীত হইয়া) আমি নন্দলালবাবুর—

দুকড়ি। নন্দলাল ফন্দলাল বুঝি নে, পালাও এখনি।

খাতাবাহক। আজ্ঞে সেই টাকাটা।

দুকড়ি। আমি টাকা দিতে পারব না। বেরোও বেরোও।

খাতাবাহকের পলায়ন

কেরানি। মশায় করলেন কী? নন্দলালবাবুর কাছ থেকে আপনার পাওনার টাকাটা নিয়ে এসেছে। ও টাকাটা আদায় না হলে আজ যে চলবে না।

দুকড়ি। কী সর্বনাশ। ওকে ডাকো ডাকো।

কেরানির প্রস্থান ও কিয়ৎক্ষণ পরে প্রবেশ

কেরানি। সে চলে গেছে, তাকে পাওয়া গেল না।

দুকড়ি। বিষম দায় দেখছি।

তম্বুরা হস্তে এক ব্যক্তির প্রবেশ

কী চাও?

তম্বুরা। আপনার মতো এমন রসজ্ঞ কে আছে। গানের উন্নতির জন্য আপনি কী না করেছেন। আপনাকে গান শোনাব।

তৎক্ষণাৎ তম্বুরা ছাড়িয়া গান

ইমনকল্যাণ

জয় জয় দুকড়ি দত্ত
ভুবনে অনুপম মহত্ত্ব—ইত্যাদি—

দুকড়ি। আরে কী সর্বনাশ! থাম্ থাম্!

তম্বুরা হস্তে দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ

দ্বিতীয়। ও গানের কী জানে মশায়। আমার গান শুনুন—

দুকড়ি দত্ত তুমি ধন্য
তব মহিমা কে জানিবে অন্য—

প্রথম। জয়-অ-জ-অ-অ-য়-অ-অ—

দ্বিতীয়। দু-উ-উ-উ-উ-উ কড়ি-ই-ই—

প্রথম। দুক-অ-অ-অ—

দুকড়ি। (কানে আঙুল দিয়া) আরে গেলুম, আরে গেলুম।

বাঁয়া-তবলা লইয়া বাদকের প্রবেশ

বাদক। মশায়, সংগত নেই গান! সে কি হয়!

বাদ্য আরম্ভ

দ্বিতীয় বাদকের প্রবেশ

দ্বিতীয় বাদক। ও বেটা সংগতের কী জানে। ও তো বাঁয়া ধরতেই জানে না।

প্রথম গায়ক। তুই বেটা থাম্।

দ্বিতীয়। তুই থাম্ না।

প্রথম। তুই গানের কী জানিস!

দ্বিতীয়। তুই কী জানিস।

উভয়ে মিলিয়া ওড়ব খাডব প্রণব নাদ উদারা তারা লইয়া তর্ক

অবশেষে তম্বুরায় তম্বুরায় লড়াই

দুই বাদকের মুখে মুখে বোল-কাটাকাটি ধ্রেকেটে দেধে ঘেনে দেধে ঘেনে

অবশেষে তবলায় তবলায় যুদ্ধ

দলে দলে গায়ক বাদক ও খাতা-হস্তে চাঁদাওয়ালার প্রবেশ

প্রথম। মশায় গান—

দ্বিতীয়। মশায় চাঁদা—

তৃতীয়। মশায় সভা—

চতুর্থ। আপনার বদান্যতা—

পঞ্চম। ইমনকল্যাণের খেয়াল—

ষষ্ঠ। দেশের মঙ্গল—

সপ্তম। সরি মিঞার টপ্পা—

অষ্টম। আরে তুই থাম্ না বাপু—

নবম। আমার কথাটা বলে নিই একটু থাম্ না ভাই।

সকলে মিলিয়া দুকড়ির চাদর ধরিয়া টানাটানি

শুনুন মশাই আমার কথা শুনুন মশাই— ইত্যাদি

ডুকড়ি। (সকাতরে কেরানির প্রতি) আমি মামার বাড়ি চললুম। কিছুকাল সেখানে গিয়ে থাকব। কাউকে আমার ঠিকানা বোলো না।

প্রস্থান

গৃহমধ্যে সমস্ত দিন গায়ক-বাদকের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ

বিবাদ মিটাইতে গিয়া সন্ধ্যাকালে আহত হইয়া কেরানির পতন

১২৯২

আর্য ও অনার্য

অদ্বৈতচরণ চট্টোপাধ্যায় ও চিন্তামণি কুণ্ডু

অদ্বৈত। তুমি কে?

চিন্তামণি। আমি আর্য, আমি হিন্দু।

অদ্বৈত। নাম কী?

চিন্তামণি। শ্রীচিন্তামণি কুণ্ডু।

অদ্বৈত। কী অভিপ্রায়?

চিন্তামণি। মহাশয়ের কাগজে আমি লিখব।

অদ্বৈত। কী লিখবেন?

চিন্তামণি। আমি আর্য— আর্যধর্ম সম্বন্ধে লিখব।

অদ্বৈত। আর্য জিনিসটা কী মশায়?

চিন্তামণি। (বিস্মিত হইয়া) আজ্ঞে, আর্য কাকে বলে জানেন না? আমি আর্য, আমার বাবা শ্রীনকুড় কুণ্ডু আর্য, তাঁর বাবা ৺নফর কুণ্ডু আর্য, তাঁর বাবা—

অদ্বৈত। বুঝেছি। আপনাদের ধর্মটা কি?

চিন্তামণি। বলা ভারি শক্ত। সংক্ষেপে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, যা অনার্যদের ধর্ম তা আর্যদের ধর্ম নয়।

অদ্বৈত। অনার্য আবার কারা।

চিন্তামণি। যারা আর্য নয় তারাই অনার্য। আমি অনার্য নই, আমার বাবা শ্রীনকুড় কুণ্ডু অনার্য নয়, তাঁর বাবা ৺নফর কুণ্ডু অনার্য নয়, তাঁর বাবা—

অদ্বৈত। আর বলতে হবে না। অতএব যে-হেতুক শ্রীনকুড় কুণ্ডু আমার বাবা নন এবং ৺নফর কুণ্ডুর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমিই হচ্ছি অনার্য।

চিন্তামণি। তা স্থির বলতে পারি নে।

অদ্বৈত। (ক্রুদ্ধ হইয়া) এ তোমার কি-রকম কথা। 'স্থির বলতে পারি নে' কী? নকুড় আমার বাবা নয় তুমি স্থির বলতে পার না? তুমি কোথাকার কী জাত, তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কিসের!

চিন্তামণি। জাতের কথা হচ্ছে না, বংশের কথা হচ্ছে। আপনিও তো ভুবনবিদিত আর্যবংশে জন্মগ্রহণ—

অদ্বৈত। তোমার বাবা নকুড় কুণ্ডু যে বংশে জন্মেছে আমিও সেই বংশে জন্মেছি! চাষার ঘরে জন্মে তোমার এতবড়ো আস্পর্ধা।

চিন্তামণি। যে আজ্ঞে, আপনি না হয় আর্য না হলেন, আমি এবং আমার শ্রীবাবা আর্য! হায়! কোথায় আমাদের সেই পূর্বপুরুষগণ, কোথায় কশ্যপ ভরদ্বাজ ভৃগু—

অদ্বৈত। এ-ব্যক্তি বলে কী? কশ্যপ তো আমাদের পূর্বপুরুষ—আমাদের কাশ্যপ গোত্রে জন্ম—তোমার পূর্বপুরুষ কশ্যপ ভরদ্বাজ ভৃগু এ কী রকম কথা।

চিন্তামণি। আপনি এ-সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, আপনার সঙ্গে এ-সম্বন্ধে কোনো আলোচনা হতেই পারে না। হায়! এ-সকল ইংরেজি শিক্ষার শোচনীয় ফল।

অদ্বৈত। ইংরেজি শিক্ষা আপনাতে কি ফলে নি?

চিন্তামণি। আজ্ঞে, সে-দোষ আমাকে দিতে পারবেন না, স্বাভাবিক আর্যরক্তের তেজে আমি অতি বাল্যকালেই ইস্কুল পালিয়েছিলুম।

হরিহরবাবু এবং অন্যান্য অনেকানেক লেখকের প্রবেশ

অদ্বৈত। আসতে আজ্ঞে হোক। লেখা সমস্ত প্রস্তুত?

হরিহর। এই দেখুন না।

চিন্তামণি। কী বিষয়ে লিখেছেন মশায় ?

হরিহর। নানা বিষয়ে।

চিন্তামণি। আর্যদের সম্বন্ধে কিছু লিখেছেন ?

হরিহর। না।

চিন্তামণি। আর্যদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে—

হরিহর। য়ুরোপীয়েরা আর্যজাতি এবং তাঁদের বিজ্ঞান—

চিন্তামণি। য়ুরোপীয়েরা অতি নিকৃষ্ট জাতি, এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের পূর্বপুরুষ আর্যদের তুলনায় তারা নিতান্ত মূর্খ, আমি প্রমাণ করে দেব। এখনো আর্য-বংশীয়েরা তেল মাখবার পূর্বে অশ্বত্থামাকে স্মরণ করে ভূমিতে তিনবার তৈল নিক্ষেপ করেন। কেন করেন আপনি জানেন ?

হরিহর। না।

চিন্তামণি। আপনি ?

অদ্বৈত। না।

চিন্তামণি। আপনি জানেন ?

প্রথম লেখক। না।

চিন্তামণি। না যদি জানেন তবে আপনারা বিজ্ঞান সম্বন্ধে কথা কইতে যান কেন ? হাই তোলবার সময় আর্যরা তুড়ি দেন কেন আপনারা কেউ জানেন ?

সকলে। (সমস্বরে) আজ্ঞে, আমরা কেউ জানি নে।

চিন্তামণি। তবে ? এই যে আমাদের আর্য মেয়েরা বাতাস করতে করতে পাখা গায়ে লাগলে ভূমিতে একবার ঠেকায় তার কারণ আপনারা কিছু জানেন ?

সকলে। কিছু না !

চিন্তামণি। এই দেখুন দেখি! এই সকল বিষয় কিছুমাত্র আলোচনা না করেই, অনুসন্ধান না করেই আপনারা বলেন য়ুরোপীয় বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। অথচ আর্যরা হাঁচে কেন, হাই তোলে কেন, তেল মাখে কেন, এ আপনারা কিছু জানেন না!

হরিহর। আচ্ছা মশায়, আপনিই বলুন। তেল মাখবার পূর্বে ভূমিতে তৈল নিক্ষেপ করবার কারণ কী?

চিন্তামণি। ম্যাগ্নেটিজ্ম্! আর কিছু নয়। ইংরেজিতে যাকে বলে ম্যাগনেটিজ্ম।

হরিহর। (সবিস্ময়ে) আপনি ম্যাগনেটিজ্ম সম্বন্ধে ইংরেজি বিজ্ঞানশাস্ত্র কিছু পড়েছেন?

চিন্তামণি। কিছু না! দরকার নেই। বিজ্ঞান শিক্ষা কিম্বা কোনো শিক্ষার জন্য ইংরেজি পড়বার কিছু প্রয়োজন নেই। আমাদের আর্যেরা কী বলেন? প্রাণশক্তি, কারণশক্তি এবং ধারণশক্তি এই তিন শক্তি আছে, তার উপরে তৈলের সাধারণশক্তি যোগ হয়ে ঠিক স্নানের অব্যবহিত পূর্বেই আমাদের শরীরের মধ্যে ভৌতিক কারণশক্তির উত্তেজনা হয়—এই তো ম্যাগনেটিজ্ম। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজেরা স্নানের পরে যে গায়ে তোয়ালে ঘষে, তার কত হাজার বৎসর আগে আমাদের আর্যদের মধ্যে গামছা দিয়ে গাত্রমার্জন-প্রথা প্রচলিত ছিল ভেবে দেখুন দেখি।

লেখকগণ। (সবিস্ময়ে) আশ্চর্য, ধন্য। আর্যদের কী বিজ্ঞান-পারদর্শিতা! আর্য কুণ্ডুমশায়ের কী গবেষণা!

হরিহর। ভালো মূর্খের হাতেই আজ পড়া গিয়েছে। কিন্তু একে চটিয়ে কাজ নেই। নানা কাগজে লিখে থাকে। শুনেছি নাকি এই আর্য কুণ্ডু ভদ্রলোকদের বড্ড গাল দিতে পারে। সেই জন্যেই বিখ্যাত।

চিন্তামণি। ওই দেখুন— ওই আর্য ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে যে ফুল তুলছে— কেন তুলছে বলুন দেখি।

অদ্বৈত। পূজার সময় দেবতাকে দেবে বলে।

চিন্তামণি। ছি ছি, আপনারা কিছুই গভীর তলিয়ে দেখেন না। সকালে ফুল তুলতে যখন ঋষিরা অনুমতি করেছেন তখন স্পষ্টই প্রমাণ হচ্ছে যে, বাতাসে অক্সিজেন বাষ্প যে আছে এ তাঁরা জানতেন। তা যখন জানা ছিল, তখন অবশ্য অন্যান্য বাষ্পের কথাও তাঁরা জানতেন সন্দেহ নেই। এই রকম একে একে অতি স্পষ্ট করে প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে, আধুনিক য়ুরোপীয় রসায়নশাস্ত্রের কিছুই তাঁদের অগোচর ছিল না। হাই তোলবার সময় তুড়ি দেওয়া কেন? সেও ম্যাগনেটিজ্‌ম। উত্তানবায়ুর সঙ্গে আধানশক্তির যোগ হয়ে যখন ভৌতিক বলে পরিচালিত নিধানশক্তি স্বশক্তির প্রভাবে প্রাণ, কারণ এবং ধারণ এই তিনটেকে অতিক্রম করতে থাকে তখন সত্ত্ব, রজ এবং তম এই তিনেরই ব্যতিক্রমদশা ঘটে। এমন সময়ে মধ্যমা এবং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ঘর্ষণজনিত বায়ব তাপের কারণভূত স্নায়ব তাপ সৌর তাপের সঙ্গে মিলিত হয়ে জীবদেহের ভৌতিক তাপের আত্যন্তিক প্রলয়দশা ঘটতে দেয় না। একে বিজ্ঞান বলে না তো কাকে বিজ্ঞান বলে? অথচ আমাদের আর্য ঋষিগণ ডারুয়িনের কোনো গ্রন্থই পড়েন নি!

লেখকগণ। আশ্চর্য! ধন্য! ধন্য আর্য-মহিমা! আমরা এতদিন এ-সকল কথার কিছুই বুঝতুম না!

হরিহর। (স্বগত) এবং আজও কিছু বুঝতে পারছি নে!

চিন্তামণি। মাটিতে পাখা ঠোকার বিষয়ে যদি জিজ্ঞাসা করেন তো সেও ম্যাগনেটিজ্‌ম! সম্প্রসারণ এবং নিঃসারণ, বিপ্রকর্ষণ এবং নিকর্ষণ এই কটা ভৌতিক ক্রিয়ার যোগে—

অদ্বৈত। রক্ষা করুন মশায়, আমার মাথা ঘুরছে। পাখা ঠোকার বিষয়ে আপনি আমার কাগজে লিখবেন এখন! আপনি অনেক বকেছেন আপনাকে একটা পান আনিয়ে দিই।

চিন্তামণি। আজ্ঞে না, আপনার এখেনে আমি পান খেতে পারি নে। আপনি আর্যক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করেন না— যে আধ্যাত্মিক শক্তি আমাদের আর্যনাড়ীতে কুলক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে আসছে, সেই শক্তি—

অদ্বৈত। মশায়, থাক মশায়, আপনাকে পান দেব না, আপনি পান নেই খেলেন। অনুমতি করেন তো বরঞ্চ তামাক আনিয়ে দিচ্ছি।

চিন্তামণি। তামাক! কী সর্বনাশ! সে আরও খারাপ! উৎকৃষ্ট জাতি নিকৃষ্ট জাতির হুঁকোয় তামাক খায় না কেন? এক জাতি আর-এক জাতির স্পৃষ্ট অন্ন খায় না কেন? আগে আর্য অনার্যের ছায়া মাড়াতেন না কেন? তার মধ্যে কি বিজ্ঞান নেই? অবশ্য আছে। আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। সেও ম্যাগনেটিজ্‌ম্‌। উত্তম, মধ্যম এবং অধম এই তিন প্রকার দেহজ বিকিরণশক্তি—

অদ্বৈত। থামুন থামুন—তামাক দেব না মশায়, কাজ নেই আপনার তামাক খেয়ে। পানও থাক্‌, তামাকও থাক্‌— যাতে আপনার সুবিধে হয়, যাতে আপনার দেহজ বিকিরণশক্তি রক্ষা হয় তাই করুন।

লেখকগণ। ধিক্‌ অদ্বৈতবাবু, আপনি আর্যশ্রেষ্ঠ কুণ্ডুমশায়ের জ্ঞানগর্ভ কথা শুনতে দিলেন না!

প্রথম লেখক। (দ্বিতীয়ের প্রতি) কুণ্ডুমশায়ের কী অসাধারণ যুক্তিশক্তি ও জ্ঞান। কিন্তু কিছু কি বুঝতে পারলে ভাই?

দ্বিতীয় লেখক। না ভাই, বোঝা গেল না। ভালো করে জিজ্ঞাসা করা যাক্‌ না। আচ্ছা মশায়, আপনি ধারণ কারণ প্রভৃতি যে-সকল শক্তির উল্লেখ করলেন, সেগুলো কী?

চিন্তামণি। সেগুলো আর কিছু নয়—ইংরেজিতে যাকে বলে ফোর্স, যাকে বলে ম্যাগনেটিজ্‌ম।

লেখকগণ। (সমস্বরে) ওঃ বুঝেছি।

হরিহর। আজ্ঞে, আমি এখনো কিছু বুঝতে পারছি নে।

লেখকগণ। (বিরক্ত হইয়া) বুঝতে পারছেন না। ম্যাগনেটিজ্‌ম—ফোর্স—সোজা কথা। ম্যাগনেটিজ্‌ম তো জানেন? ফোর্স তো জানেন? এও তাই আর কি। আর্যদের অসাধারণ বিজ্ঞানচর্চা।

প্রথম লেখক। এ সকল স্পষ্ট বুঝতে গেলে নানা শাস্ত্র জানা আবশ্যক। মশায়ের বোধ করি, নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করা হয়েছে।

চিন্তামণি। না, শাস্ত্রটা এখনো পড়া হয় নি। আমি, আমার বাবা এবং ৺নফর কুণ্ডু আর্য— এই জন্য শাস্ত্র অধ্যয়ন আমি বাহুল্য বিবেচনা করেছি।

দ্বিতীয় লেখক। তা বটে কিন্তু বিজ্ঞানটা আপনি অবিশ্যি ভালো করেই পড়েছেন।

চিন্তামণি। আজ্ঞে না, আমি চিন্তাশক্তির প্রভাবে আমাদের আর্যজাতির হাঁচি কাশি তুড়ি আঙুল-মটকানো প্রভৃতি আচারব্যবহারের নানাবিধ সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল আয়ত্ত করেছি। আমার বিজ্ঞান পড়া আবশ্যক হয় নি। আপনারা শুনে হয়তো বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু আর্যশাস্ত্রের দিব্যি নিয়ে আমি শপথ করতে পারি আমি আর্যশাস্ত্র কিম্বা বিজ্ঞান কিছুই পড়ি নি। আমার সমস্ত বিদ্যা স্বাধীনচিন্তাপ্রসূত।

হরিহর। আজ্ঞে, শপথ করবার আবশ্যক নেই— পড়াশুনো আছে এরূপ অপবাদ আপনাকে কেউ দেবে না।

১২৯২

একান্নবর্তী

দৌলতচন্দ্র ও কানাই

দৌলত। হৃদয় যখন ভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে তখন কোম্পানির দমকল এলেও থামাতে পারে না। একান্নবর্তী পরিবার প্রথা সম্বন্ধে সভায় দাঁড়িয়ে অনর্গল বলতে লাগলুম, সভাপতি ঘুমিয়ে পড়াতে নিষেধ করবার কেউ রইল না। শেষকালে দুজন ছোকরা এসে দুই হাত ধরে আমাকে টেনে বসিয়ে দিলে। সেদিন এত উৎসাহ হয়েছিল।

কানাই। বটে, তা হবার কথাই তো। তা আপনি কী বলেছিলেন?

দৌলত। আমি বলেছিলেম স্বার্থত্যাগের একমাত্র উপায় একান্নবর্তী পরিবার। যেখানে পরের অর্থেই জীবননির্বাহ হয় সেখানে স্বার্থের কোনো প্রয়োজনই হয় না। খবরের কাগজে আমার বক্তৃতা খুব রটে গেছে— তারা সকলেই বলছে, দুঃখের বিষয় দৌলতবাবুর পরিবার কেউ নেই, তিনি একলা। (দীর্ঘনিশ্বাস)

জয়নারায়ণের প্রবেশ

জয়নারায়ণ। জয় হোক বাবা। আমি তোমার পিসে।

দৌলত। সে কী মশায়, আমার তো পিসি নেই।

জয়নারায়ণ। না, তাঁর কাল হয়েছে বটে।

দৌলত। পিসি কোনোকালেই যে ছিলেন না।

জয়নারায়ণ। (ঈষৎ হাসিয়া) সে কী করে হয় বাবা। আমি তাহলে তোমার পিসে হলুম কী করে।

কানাইয়ের প্রতি

কী বলেন মশাই।

কানাই। তা তো বটেই।

দৌলত। যে আজ্ঞে, তা আপনার কী অভিপ্রায়ে আগমন ?

জয়নারায়ণ। অভিপ্রায় তেমন বিশেষ কিছু নয়। শুনলুম, আমরা পৃথক হয়ে আছি বলে খবরের কাগজে নিন্দে করছে তাই একত্র বাস করতে এসেছি।

দৌলত। আপনার সম্পত্তি কিছু আছে ?

জয়নারায়ণ। কিছু নেই, কোনো বালাই নেই, কোনো উৎপাত নেই। কেবল এক খুড়তত ভাই আছে ; তা সে-ও এল বলে।

দৌলত। তা বটে। তাঁর কিছু আছে ?

জয়নারায়ণ। কিছু না, কোনো ঝঞ্ঝাট না। কেবল দুই স্ত্রী ও চারটি শিশুসন্তান। তারাও এল বলে। এতক্ষণ এসে পড়ত ; যাত্রা করবার বেলা দুই স্ত্রীতে চুলোচুলি বেধে গেছে তাই যা দেরি।

দৌলত। কানাই, কী করা যায়।

জয়নারায়ণ। তোমাকে কিছুই করতে হবে না— তারা আপনারাই আসবে, ভাবনা কী দৌলত। এত অল্পে কাতর হয়ো না। তারা আজ সন্ধ্যের মধ্যেই এসে পৌঁছবে।

রামচরণেব প্রবেশ ও ভূমিষ্ঠ হইয়া দৌলতকে প্রণাম

রামচরণ। মামা, তোমার বক্তৃতায় বড়ো লজ্জা দিয়েছ।

দৌলত। কে হে বাপু, কে তুমি ?

রামচরণ। আজ্ঞে, আপনারই ভাগনে রামচরণ। ইস্টিশনে লোক পাঠিয়ে দিন— সেখেনে একটি পুঁটুলি আর বুড়ী মাকে রেখে এসেছি।

দৌলত। এখানে কী করতে আসা ?

রামচরণ। বাস করতে।

দৌলত। আর কোথাও বাসস্থান নেই ?

রামচরণ। একরকম আছে বটে কিন্তু সেখানে স্বার্থত্যাগ শিক্ষা হয় না।

দৌলত। (ভীতভাবে) কানাই!

কানাই। আপনার উপদেশ উনি যে-রকম দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করেছেন ওঁকে বোধ হয় নড়ানো শক্ত হবে।

নিতাইয়ের প্রবেশ

নিতাই। দাদা, চাকরি ছেড়ে এলুম, নইলে তোমার যে নিন্দে হয়। কে আছিস রে। ঝট করে দুটো ডাব পেড়ে নিয়ে আয় তো। বড়ো পিপাসা লেগেছে।

নদেরচাঁদের প্রবেশ

নদেরচাঁদ। এই লও খুড়ো, আমার সমস্ত স্বার্থ বিসর্জন দিতে এসেছি। এই আমার ভাঙা বোকনা, থেলো হুঁকো আর এই বেড়ালছানাটি। এর মধ্যে ও-দুটো পৈতৃক সম্পত্তি, বেড়ালছানা আমার স্বোপার্জিত। আর আমায় দোষ দিতে পারবে না, তোমার এখানেই আমি লেগে রইলুম।

দরজির প্রবেশ

দৌলত। তুমি আমার কে হও বাপু?

দরজি। আজ্ঞে আমি দরজি, আপনার গায়ের মাপ নিতে এসেছি।

দৌলত। এখন যাও টানাটানির সময়, এখন আমি কাপড় করাতে পারব না।

নদেরচাঁদ। খলিফাজি, যাও কোথায়। আমার গায়ের মাপটা নেও। খুড়োর গায়ে যে-রকম ফুলকাটা ছিটের জামা দেখছি অমনি দু-জোড়া হলেই আমার চলে যাবে। যদি বেশ ভালো রকম করে

তৈরি করে দিতে পার তো খুড়ো তোমাকে খুশি করে দেবেন, বুঝেছ খলিফাজি।

দরজি। যে আজ্ঞে।

গায়ের মাপ লওন

বালকসমেত পবেশনাথেব প্রবেশ

পরেশ। (দৌলতকে প্রণাম করিয়া বালকের প্রতি) তোর জেঠামশায়কে প্রণাম কর্। দাদা, এই লও তোমার ভ্রাতুষ্পুত্র।

দৌলত। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র!

পরেশ। যাকে চলিত বাংলায় বলে ভাইপো। দাদা যে একেবারে অবাক। ভ্রাতৃ শব্দের ষষ্ঠীতে হয় ভ্রাতুঃ; তাব উপর পুত্র শব্দ যোগ করলেই হল ভ্রাতুষ্পুত্র। স্বয়ং পাণিনি বোপদেব রয়েছেন, অন্য প্রমাণের প্রয়োজন কী? অতএব ইনি হলেন ভাইপো।

কানাই। আপনার ছেলেটি কী করেন?

পরেশ। ওকে নিজেই পড়াচ্ছিলুম। হ্রস্ব ই পর্যন্ত সেরে দীর্ঘ ইতে এমনি আটকা পড়ল যে ভাবলুম দৌলদ্দা যখন আছেন তখন ছেলের লেখাপড়ার দরকার কী? যে বেটার হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান নেই তার পক্ষে বাবা জেঠা দুই সমান। কেমন কি না।

কানাই। সমান বই কি।

পরেশ। দাদা বলেছেন নিজের ক্ষুধা হেয় জ্ঞান করে পরের ক্ষুধানিবৃত্তির সুখ একমাত্র একান্নবর্তী পরিবারেই সম্ভব। শুনেই ঠাওরালুম, এ সুখ দাদা নিশ্চয়ই অনেক দিন পান নি। যদি বা পেয়ে থাকেন বিস্মৃত হয়েছেন; তাই নিতান্ত মমতাপরবশ হয়ে ছেলেটিকে এখানে নিয়ে এলুম। রাবণের চুলো যদি কোথাও জ্বলে সে এর পেটের মধ্যে।

হাস্যকৌতুক

নটবরের প্রবেশ

নটবর। (দৌলতের কান মলিয়া) কি রে শালা। শুনলুম না কি শালার শোকে সভায় দাঁড়িয়ে কেঁদে ভাসিয়ে দিয়েছিস ?

দৌলত। কে হে তুমি বেল্লিক। ভদ্রলোকের কানে হাত দাও।

নটবর। ভগ্নীপতির কান মলব না তো কি কান ভাড়া করে এনে মলব ! কি বলেন মশায়।

কানাই। কথাটা তো ঠিক বটে।

দৌলত। কী বল হে কানাই ! আমার স্ত্রীই নেই তো আবার শালা কিসের ?

নটবর। তোমারই যেন স্ত্রী নেই, তাই বলে আর কারও স্ত্রী নেই ? একটু ভেবে দেখো না।

দৌলত। স্ত্রী তো অনেকেরই আছে তা আর ভাবতে হবে কী ?

নটবর। (হাসিয়া) তবে ?

দৌলত। (সরোষে) তবে কী। তুমি আমার শালা কোন্ সম্পর্কে ?

নটবর। কেন, দাদার সম্পর্কে। দাদা আছেন তো! শালাই যেন ভাঁড়ালে কিন্তু দাদা বেকবুল গেলে তো চলবে না !

দৌলত। আমি তো জানতেম, নেই, কিন্তু আজ যে-রকম দেখছি তাতে—

নটবর। থাক, তাহলেই তো চুকে গেল। বেশি বকাবকিতে কাজ কী। ভদ্রলোক বসে আছেন, এঁর সামনে কে শালা আর কে শালা নয় তা নিয়ে তকরার করা ভালো দেখায় না।

দৌলতের পশ্চাৎ হইতে তাকিয়া টানিয়া লইয়া

একটু জিরোনো যাক। এক ছিলিম তামাক ডাকো।

ফলমূলমিষ্টান্ন লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। (দৌলতকে) আপনার জলখাবার।

দৌলত। (সরোষে) বেটা, তোকে এখানে কে খাবার আনতে বলেছে। বাড়ির ভিতর নিয়ে যা।

পরেশ। বিলক্ষণ, তাতে দোষ হয়েছে কী!

ভৃত্যের প্রতি

ওরে তুই দিয়ে যা, এদিকে দিয়ে যা।

থালা লইয়া আহার আরম্ভ

চুলের মুঠি ধরিয়া বিধুভূষণকে লইয়া দুই স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্রথমা। পোড়ারমুখো, তোমার মরণ হয় না?

দৌলত। (শশব্যস্তে) এঁরা কে।

জয়নারায়ণ। বাবা ব্যস্ত হ'য়ো না, আমার সেই খুড়তুতো ভাই এসে পৌঁচেছেন।

প্রথমা। ও আবাগের বেটা ভূত।

দ্বিতীয়া। মার্ ঝাঁটা, মার্ ঝাঁটা।

দৌলত। ভাই কানাই।

কানাই। সহিষ্ণুতা শিক্ষার এমন উপায় আর কী আছে।

প্রথমা। মিনসে বুড়োবয়সে আক্কেল খুইয়ে বসেছে।

দ্বিতীয়া। ওগো এত লোকের এত স্বামী মরছে যমরাজ কী তোমাকেই ভুলেছে।

দৌলত। বাছারা একটু ঠাণ্ডা হও।

উভয়ে। ঠাণ্ডা হব কিরে মিনসে। তুই ঠাণ্ডা হ, তোর সাত পুরুষ ঠাণ্ডা হয়ে মরুক।

দৌলত। কানাই।

কানাই। গৃহ পূর্ণ হয়েছে—

দৌলত। গ্রহ পূর্ণ হয়েছে বলো—

কানাই। যাই হোক আজ আর আমাকে প্রয়োজন নেই। আমি এই বেলা সরি।

প্রস্থান

দৌলত। (উচ্চস্বরে) কানাই, আমাকে একলা রেখে পালাও কোথায়।

সকলে মিলিয়া। (দৌলতকে চাপিয়া ধরিয়া) একলা কিসের। আমরা সবাই আছি, আমরা কেউ নড়ব না।

দৌলত। বল কী।

সকলে। হাঁ তোমার গা ছুঁয়ে বলছি।

১২৯৪

সূক্ষ্ম বিচার

চণ্ডীচরণ ও কেবলরাম

কেবলরাম। মশায়, ভালো আছেন?

চণ্ডীচরণ। "ভালো আছেন" মানে কী?

কেবলরাম। অর্থাৎ সুস্থ আছেন?

চণ্ডীচরণ। স্বাস্থ্য কাকে বলে?

কেবলরাম। আমি জিজ্ঞাসা করছিলেম মশায়ের শরীর-গতিক—

চণ্ডীচরণ। তবে তাই বলো। আমার শরীর কেমন আছে জানতে চাও। তবে কেন জিজ্ঞাসা করছিলে আমি কেমন আছি। আমি কেমন আছি আর আমার শরীর কেমন আছে কি একই হল? আমি কে, আগে সে-ই বলো।

কেবলরাম। আজ্ঞে আপনি তো চণ্ডীচরণবাবু।

চণ্ডীচরণ। সে-বিষয়ে গুরুতর তর্ক উঠতে পারে।

কেবলরাম। তর্ক কেন উঠবে। আপনি বরঞ্চ আপনার পিতা-ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করবেন।

চণ্ডীচরণ। নাম জিনিসটা কি? নাম কাকে বলে?

কেবলরাম। (বহু চিন্তার পর) নাম হচ্ছে মানুষের পরিচয়ের—

চণ্ডীচরণ। নাম কি কেবল মানুষেরই আছে, অন্য প্রাণীর নেই?

কেবলরাম। ঠিক কথা। মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর—

চণ্ডীচরণ। কেবল মানুষ ও প্রাণী ছাড়া আর কিছুর নাম নেই? তবে বস্তু চেনার কী উপায়?

কেবলরাম। ঠিক বটে। মানুষ, প্রাণী এবং বস্তু—

চণ্ডীচরণ। শব্দ স্বাদ বর্ণ প্রভৃতি অবস্তুর কি নাম নেই?

কেবলরাম। তাও বটে। মানুষ, প্রাণী, বস্তু এবং শব্দ, স্বাদ, বর্ণ প্রভৃতি অবস্তু—

চণ্ডীচরণ। এবং—

কেবলরাম। আবার এবং!

চণ্ডীচরণ। এবং আমাদের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির—

কেবলরাম। এবং আমাদের মনোবৃত্তি ও হৃদয়বৃত্তির—

চণ্ডীচরণ। এবং অন্তর ও বাহিরের যাবতীয় পরিবর্তনের ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার—

কেবলরাম। যাবতীয় পরিবর্তনের এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার—

চণ্ডীচরণ। এবং—

কেবলরাম। (কাতরভাবে) এবং না বলে এইখানে একটা ইত্যাদি লাগানো যাক না।

চণ্ডীচরণ। আচ্ছা বেশ। এখন সমস্তটা কী হল বলো তো। কথাটা পরিষ্কার হয়ে যাক।

কেবলরাম। (মাথা চুলকাইয়া) পরিষ্কার হবে কি না বলতে পারি নে, চেষ্টা করি। নাম হচ্ছে মানুষের এবং অবস্তুর, না না— বস্তু এবং অবস্তুর, এবং বাহিরের ও অন্তরের যাবতীয় হৃদয়বৃত্তির, না— মনোবৃত্তির, না না— যাবতীয় ভিন্ন ভিন্ন কিম্বা পরিবর্তন ও অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন যাবতীয়— এ তো মুশকিল হল। কিছুতেই গুছিয়ে উঠতে পারছি নে। এক কথায় নাম হচ্ছে মানুষের এবং প্রাণীর এবং— দূর হোক গে মানুষের, প্রাণীর এবং ইত্যাদির পরিচয়ের উপায়।

চণ্ডীচরণ। এ-সম্বন্ধে তর্ক আছে। পরিচয় কাকে বল!

কেবলরাম। (জোড়হস্তে) আমি কাউকেই বলি নে। মশায়ই বলুন।

চণ্ডীচরণ। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের প্রভেদ অবগত হয়ে তাদের স্বতন্ত্র করে জানা। এই ঠিক তো!

কেবলরাম। এ ছাড়া আর তো কিছু হতেই পারে না।

চণ্ডীচরণ। তাহলে তুমি অস্বীকার করছ না।

কেবলরাম। আজ্ঞে না।

চণ্ডীচরণ। যদিই অস্বীকার কর তাহলে এ-সম্বন্ধে গুটিকতক তর্ক আছে।

কেবলরাম। না না, আমি কিছুমাত্র অস্বীকার করছি নে।

চণ্ডীচরণ। মনে করো, যদিই কর।

কেবলরাম। (ভীতভাবে) আজ্ঞে না, মনেও করতে পারি নে।

চণ্ডীচরণ। তুমি না কর, যদি আর কেউ করে।

কেবলরাম। কারও সাধ্য নেই যে করে। এত বড়ো দুঃসাহসিক কে আছে!

চণ্ডীচরণ। আচ্ছা বেশ, এটা যেন স্বীকারই করলে; তার পরে। নামই যদি পরিচয়ের একমাত্র উপায় হবে তবে কি আমার চেহারা পরিচয়ের উপায় নয়? আর আমার অন্যান্য লক্ষণগুলো—

কেবলরাম। আজ সম্পূর্ণ বুঝেছি নাম কাকে বলে তার নামগন্ধও জানি নে, আপনিই বলে দিন।

চণ্ডীচরণ। ভাষার দ্বারা স্বতন্ত্র পদার্থের স্বাতন্ত্র্য নির্দিষ্ট করবার একটি কৃত্রিম উপায়কে বলে নামকরণ— যদি অস্বীকার কর—

কেবলরাম। না, আমি অস্বীকার করি নে—

চণ্ডীচরণ। কেবল তর্কের অনুরোধেও যদি অস্বীকার কর—

কেবলরাম। তর্কের অনুরোধে কেন বাবার অনুরোধেও অস্বীকার করতে পারি নে।

চণ্ডীচরণ। এর কোনো একটা অংশও যদি অস্বীকার কর।

কেবলরাম। একটি অক্ষরও অস্বীকার করতে পারি নে।

চণ্ডীচরণ। এই মনে করো, "কৃত্রিম" কথাটা সম্বন্ধে নানা তর্ক উঠতে পারে।

কেবলরাম। ঠিক তার উলটো, ওই কথাতেই সকল তর্ক দূর হয়ে যায়।

চণ্ডীচরণ। আচ্ছা তাই যদি হল মীমাংসা করা যাক আমার নাম কী।

কেবলরাম। (হতাশভাবে) মীমাংসা আপনিই করুন, আমার খিদে পেয়েছে।

চণ্ডীচরণ। নাম আমার সহস্র আছে, কোন্‌টা তুমি শুনতে চাও!

কেবলরাম। যেটা আপনি সবচেয়ে পছন্দ করেন।

চণ্ডীচরণ। প্রথমে বিচার করতে হবে কিসের সঙ্গে আমার প্রভেদ জানতে চাও— যদি পশুর সঙ্গে আমার প্রভেদ নির্দেশ করতে চাও—

কেবলরাম। আজ্ঞে তা চাই নে—

চণ্ডীচরণ। তাহলে আমার নাম মানুষ। যদি শ্বেত পীত পদার্থের সঙ্গে আমার প্রভেদ জানতে চাও তবে আমার নাম—

কেবলরাম। কালো।

চণ্ডীচরণ। শামলা। যদি ছেলের সঙ্গে প্রভেদ জানতে চাও তবে আমার নাম—

কেবলরাম। বুড়ো।

চণ্ডীচরণ। মধ্যবয়সী।

কেবলরাম। তবে চণ্ডীচরণ কার নাম মশায়?

চণ্ডীচরণ। একটি মনুষ্যের মধ্যে, একটি উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ মনুষ্য

বিশেষের মধ্যে, একটি পূর্ণপরিণত মনুষ্যের মধ্যে তার জন্মকাল হতে আজ পর্যন্ত যে-সকল পরিবর্তন অহরহ সংঘটিত হচ্ছে এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত হবার সম্ভাবনা আছে সেই পরিবর্তন ও পরিবর্তন-সম্ভাবনার কেন্দ্রস্থলে যে একটি সজ্ঞান ঐক্য বিরাজ করছে, তাকেই একদল লোক অর্থাৎ সেই লোকদের সজ্ঞান ঐক্য চণ্ডীচরণ নামে নির্দেশ করে।

কেবলরাম। সর্বনাশ! মশায় বেলা হল। অত্যন্ত ক্ষুধানুভব হয়েছে, আহারও প্রস্তুত, এবার তবে না—

চণ্ডীচরণ। (হাত চাপিয়া ধরিয়া) রোসো— আসল কথাটার কিছুই মীমাংসা হয় নি। সবে আমরা তার ভূমিকা করেছি মাত্র। তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে আমি ভালো আছি কি না; এখন প্রশ্ন এই, তুমি কী জানতে চাও, আমার অন্তর্গত প্রাণী কেমন আছে জানতে চাও না মনুষ্য কেমন আছে জানতে চাও না—

কেবলরাম। গোড়ায় কী জানতে চেয়েছিলুম তা বলা ভারি শক্ত। কিন্তু, আপনার সঙ্গে এতক্ষণ কথা কয়ে এখন অনুমান হচ্ছে আপনার সজ্ঞান ঐক্য কেমন আছেন এইটে জানাই অজ্ঞান আমার অভিপ্রায় ছিল।

চণ্ডীচরণ। অত্যন্ত কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলে।

কেবলরাম। তাহলে মাপ করবেন— অপরাধ করেছি, এখন অনুতাপে এবং পেটের জ্বালায় দগ্ধ হচ্ছি। আহারের পূর্বে এ-রকম প্রশ্ন আমি আর কখনো আপনাকে জিজ্ঞাসা করব না।

চণ্ডীচরণ। (কর্ণপাত না করিয়া) আমি ভালো আছি কিনা জিজ্ঞাসা করলে প্রথম দেখা আবশ্যক ভালোমন্দ কাকে বলে। তার পরে স্থির করতে হবে আমার সম্বন্ধে ভালোই বা কী আর মন্দই বা কী। তার পরে দেখতে হবে বর্তমানে যা ভালো তা—

কেবলরাম। মশায়, আপনার পায়ে ধরছি, এখনকার মতো ছুটি দিন। বরং "আপনি কেমন আছেন" এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের উত্তর আপনি কবে দিতে পারবেন একটা দিন স্থির করে দিন— আমি যে নিতান্ত ব্যস্ত হয়েছি তা নয়— না হয় উত্তর পেতে কিছুদিন দেরিই হবে, না হয় উত্তর নেই পাওয়া গেল। কিন্তু আজ আমার অপরাধ ক্ষমা করুন, ভবিষ্যতে আমি সতর্ক হব!

১২৯৩

আশ্রমপীড়া

প্রথম দৃশ্য

নবকান্ত

নবকান্ত। ওঃ, প্রেমের রহস্য কে ভেদ করতে পারে! না জানি সে কিসের বন্ধন যাতে এক হৃদয়ের সঙ্গে আর-এক হৃদয় বাঁধা পড়ে। কী জ্যোৎস্না-পাশ, কী পুষ্পসৌরভের ডোর, কী মুকুলিত মধুমাসের মধুর মলয়ানিলের বন্ধন।

নরোত্তমের প্রবেশ

নরোত্তম। কী সর্বনাশ। নবকান্তের হাতে পড়লে তো রক্ষা নেই। ধরলে বুঝি।

নবকান্ত। (নরোত্তমকে ধরিয়া) ভাই, প্রেমের কী মহান শক্তি।

নরোত্তম। খিদের শক্তি তার চেয়ে বেশি। আমি খেতে যাই, আমাকে ছাড়ো—

নবকান্ত। হৃদয়ের ক্ষুধা—

নরোত্তম। হৃদয়ের নয়, উদরের। আমি খেয়ে আসি—

নবকান্ত। খাওয়ার কথা বলছি নে।

নরোত্তম। তুমি কেন বলবে, আমি বলছি। একটু রোসো, আমি— ওই যে আছ্যানাথ বাবু আসছেন। ওঁকে ধরো, প্রেমের শক্তি বোঝবার লোক এমন আর পাবে না।

প্রস্থান

আছ্যানাথের প্রবেশ

নবকান্ত। (আছ্যানাথকে ধরিয়া) মশায়, প্রেমের কী মহান শক্তি।

আত্মানাথ। মহান শক্তি কী বাপু! মহতী শক্তি। কারণ, শক্তি শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ, তৎপূর্বে—

নবকান্ত। ভেবে দেখুন, প্রেমের সৈন্য নেই, সামন্ত নেই, অথচ প্রেম বিশ্ববিজয়ী। সে আপন জীবন্ত—

আত্মানাথ। জীবন্ত হতেই পারে না।

নবকান্ত। আজ্ঞে হাঁ, সে আপনার জীবন্ত প্রভাবেই—

আত্মানাথ। জীবিত বলো না কেন— তাহলে ব্যাকরণ—

নবকান্ত। জীবন্ত প্রভাবে সর্বত্র আপনার পথ সৃজন—

আত্মানাথ। সৃজন নয়— সর্জন।

নবকান্ত। পথ সৃজন করে নেয়। এই যে সূর্যতারাখচিত—

আত্মানাথ। সর্জন, কেন না সৃজ্ ধা—

নবকান্ত। নীলাকাশ, এই যে বিচিত্রপুষ্পশোভিত—

আত্মানাথ। সৃজ্ ধাতুর উত্তর—

নবকান্ত। পুষ্পকানন—

কথোপকথন করিতে করিতে প্রস্থান

গণেশের প্রবেশ

গণেশ। লেখাটা তো শেষ করেছি এখন শোনাই কাকে। খাতা হাতে যেখানেই যাই কাউকে দেখতে পাই নে। আজ কাউকে শোনাতেই হবে— সন্ধান দেখি গে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

হরিচরণ, নবীন, মাধব, নরোত্তম

হরিচরণ। ওহে এতদিন ছিলাম ভালো, কোনো আপদ ছিল না। এখন কী করা যায়।

নবীন। তাই তো, কী করা যায়।

নরোত্তম। তাই তো হে, উপায় কী!

হরিচরণ। এতদিন আমাদের বাসায় আপদের মধ্যে নবকান্ত ছিল, তাকে সয়ে গিয়েছিল, এখন কোথা থেকে একটা লেখক এসেছে।

নরোত্তম। বাসায় লেখক থাকা কাজের কথা নয়।

নবীন। কাল জাতিভেদের উপর এক কবিতা লিখে শোনাতে এসেছিল।

হরিচরণ। কাল রাত্রি সাড়ে দশটা, সবে আমার একটু তন্দ্রা এসেছে এমন সময় লেখক এসে উপস্থিত। তন্দ্রা তো ছুটলই আমিও তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটলুম।

নরোত্তম। আরে ভাই, আমাকেও— ওই আসছে।

হরিচরণ। ওই এল রে।

নবীন। ওই খাতা!

হরিচরণ। পালাই।

প্রস্থান

নবীন। আমিও পালাই।

প্রস্থান

নরোত্তম। আমি মোটা মানুষ ছুটতে পারব না। করি কী।

গণেশের প্রবেশ

গণেশ। তিনটে প্রবন্ধ।

নরোত্তম। কটা বাজল কে জানে।

গণেশ। একটা হচ্ছে আধুনিক স্ত্রীজাতির—

নরোত্তম। মশায় ঘড়ি আছে? দেখুন তো সময়—

গণেশ। আজ্ঞে ঘড়ি নেই। আমার প্রবন্ধের একটা হচ্ছে—

নরোত্তম। (উচ্চস্বরে) ওরে মোধো, আপিসের চাপকানটা কোথায় রাখলি ?

গণেশ। বুঝেছেন নরোত্তমবাবু, একটা প্রবন্ধ হিন্দুধর্মের—

নরোত্তম। (নেপথ্যে চাহিয়া) ওই ওই ওই সর্বনাশ হল। ছেলেটা প'ল বুঝি।

প্রস্থান

গণেশ। কাল থেকে চেষ্টা করছি কাউকে পাচ্ছি নে। কে যেন কাকের বাসায় ঢিল ছুঁড়েছে—বাসাসুদ্ধ প্রাণী চঞ্চল হয়ে বেড়াচ্ছে। পূর্বে যে বাসায় ছিলুম সেখানে একটি লোকও বাকি রইল না, কাজেই ছেড়ে আসতে হল। এখানেই বা এরা দু-দণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারে না কেন। যাই নরোত্তমবাবুকে ধরি গে। লোকটি বেশ মোটাসোটা, ভালোমানুষ।

তৃতীয় দৃশ্য

নরোত্তম ও নবকান্ত

নবকান্ত। দেখো নরোত্তম, হৃদয়ের রহস্য—

নরোত্তম। এখন নয় ভাই, আপিস আছে।

নবকান্ত। (সনিশ্বাসে) আহা, তোমার তো আপিস আছে, আমার কী আছে বলো তো ? আমার যে occupation gone ! Othello's occupation gone ! শেকস্‌পিয়র যে লিখেছে— কোথায় যাও— আঃ শোনো না—

নরোত্তম। না ভাই, আমাকে মাপ করো— সাহেব রাগ করবে, আমারও occupation যাবার জো হবে।

নবকান্ত। আমি বলছিলুম, উভয় পক্ষের যদি— আহা শোনো না— উভয় পক্ষের—

নরোত্তম। ও-সব কথা আমার জানা নেই, উভয় পক্ষের কথা শুনলে আমার ভারি গোল বেধে যায়, মাথা ঘুরতে থাকে।

নবকান্ত। তুমি আমার কথা না শুনেই যে ভয় পাচ্ছ, আমি যা বলছি তা তর্কের কথা নয়— হৃদয়ের কথা, সহজ কথা।

নরোত্তম। কিন্তু ওই সহজ কথাতেই সাড়ে চারটে বেজে যাবে— আমায় ছাড়ো।

নবকান্ত। আচ্ছা দেখো, দশ মিনিটের বেশি লাগবে না— ঘড়ি ধরে থাকো, আমি বলে যাই।

নরোত্তম। (সকাতরে) নবকান্ত, কেন তোমরা সকলে আমাকে নিয়েই পড়েছ ? ও-ঘরে হরি আছে, নবীন আছে, তাদের কাছে তো ঘেঁষ না। সেদিন ঠিক এমনি সময়ে হৃদয়ের রহস্যের কথা পাড়লে সাড়ে দুপুর বেজে গেল— সাহেবের কাছে জরিমানা দিতে হল। আবার আজও সেই হৃদয়ের রহস্য। গরিবের চাকরিটি গেলে হৃদয়ের রহস্য আমার কোন্ কাজে লাগবে !

প্রস্থানোদ্যম

নবকান্ত। (ধরিয়া) রাগ করলে ভাই ?

নরোত্তম। না, রাগের কথা হচ্ছে না। আপিসের বেলা হল তাই তাড়াতাড়ি করছি।

প্রস্থানোদ্যম

নবকান্ত। (ধরিয়া) না ভাই, তুমি রাগ করছ।

নরোত্তম। এও তো বিষম মুশকিলে ফেললে। কিন্তু শীতকালের দিনে কথায় কথায় বেলা হয়ে যায়।

প্রস্থানোদ্যম

নবকান্ত। (ধরিয়া) না ভাই, তুমি রাগ করে চলে যাচ্ছ, আমার সমস্ত দিন মন খারাপ থাকবে।

নরোত্তম। আচ্ছা ভাই, আপিস থেকে ফিরে এসে কথা হবে।

প্রস্থানোদ্যম

নবকান্ত। না, তুমি বলো, আমাকে মাপ করলে।

নরোত্তম। মাপ করলুম।

প্রস্থানোদ্যম

নবকান্ত। (ধরিয়া) না ভাই, তোমার মুখ যে প্রসন্ন দেখছি নে।

নরোত্তম। প্রসন্ন হবে কী করে। বেলা যে বিস্তর হল।

নবকান্ত। (আটক করিয়া) প্রসন্ন মুখে মাপ করে যাও, তবে ছাড়ব।

নরোত্তম। তোমাকে মাপ করব কি, তুমি আমাকে মাপ করো। আমি পায়ে ধরছি, নাকে খত দিচ্ছি, আর যা বল তাই করছি কিন্তু এই অবেলায় হৃদয়ের রহস্য শুনতে পারব না।

প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

নরোত্তমের পশ্চাতে গণেশ

গণেশ। অত হাঁপাচ্ছেন কেন? একটু স্থির হন না। আমার প্রবন্ধে—

নরোত্তম। কী ভয়ানক। মশায়ের খাওয়া হয়েছে ?

গণেশ। আজ্ঞে না। কিন্তু আমার লেখায়—

নরোত্তম। মাছি পড়েছে।

গণেশ। আজ্ঞে মাছি পড়বে কেন ?

নরোত্তম। আপনার লেখায় নয়— আমার দুধে মাছি পড়েছে।

প্রস্থানোদ্যম,

নবকান্তেব প্রবেশ

নবকান্ত। তুমি ভাই রাগ করে এলে— আমার মন স্থির হচ্ছে না।

নরোত্তম। আমারও মন অত্যন্ত অস্থির।

তাড়াতাড়ি প্রস্থান

নবকান্ত। যাই, নরোত্তমের মুখ প্রফুল্ল না দেখে তাকে তো কিছুতেই ছাড়তে পারি নে।

প্রস্থান

গণেশ। নরোত্তমবাবু গেলেন কোথায় দেখে আসি।

পঞ্চম দৃশ্য

নবোত্তম আহাবে প্রবৃত্ত

গণেশেব প্রবেশ

গণেশ। এত সকাল সকাল আহারে বসেছেন যে !

নরোত্তম। সকাল আর কই ? আপিসে বেরোতে হবে যে।

গণেশ। এখনি যেতে হবে ! তবে যতক্ষণ খাচ্ছেন ততক্ষণ যদি আমার—

নরোত্তম। মশায়, আমার খাওয়া হয়েছে, আমি উঠলুম।

গণেশ। কিছুই যে খেলেন না, সবই যে পড়ে রইল। পানতামাক তো খাবেন, ততক্ষণ যদি—

নরোত্তম। (নেপথ্যে চাহিয়া) ওই রে নবকান্ত মুখ বিমর্ষ করে আসছে। আজ্ঞে না, পানতামাকে প্রয়োজন নেই, আমি চললুম।

প্রস্থান

নবকান্তের প্রবেশ

নবকান্ত। নরোত্তম কোথায় মশায়?

গণেশ। (খাতা বাহির করিয়া) তিনি চলে গেছেন। তা হোক না, আপনি বসুন না।

নবকান্ত। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) হায়, আমার কী অবস্থা হল।

গণেশ। কিছুই হয় নি,· আপনি ভাববেন না, বেশ আছেন। হিন্দুপ্রকাশে আমার লেখা—

নবকান্ত। কিছুই নয়। বলেন কী। হৃদয়ের—

গণেশ। হৃদয়ের কথা তো হচ্ছিল না। আর্যমনীষিগণের—

নবকান্ত। আর্যমনীষী আবার কোত্থেকে এল? হৃদয়ের কথাই তো হচ্ছিল। আমি বলছিলুম হৃদয় যখন—

গণেশ। আমি যা লিখেছি তার বিষয়টা হচ্ছে আর্যমনীষিগণ যে-সকল বিধান করে গেছেন আমাদের বর্তমান অবস্থায় তার কী করা উচিত।

নবকান্ত। শ্রাদ্ধ করা উচিত। সে যাক গে— যার হৃদয়ে তুষানল ধিকি ধিকি জ্বলছে—

গণেশ। সে যেন ভদ্রলোকের ঘরের চালের উপর গিয়ে না বসে, তাহলেই লঙ্কাকাণ্ড বাধবে। আমার প্রশ্ন এই, শাস্ত্রের মূলে কী আছে—

নবকান্ত। কচু!

গণেশ। এবং তার থেকে কী ফলছে?

নবকান্ত। কলা।

গণেশ। এবং সে-মূল উদ্ধার কে করবে?

নবকান্ত। বরাহ অবতার।

গণেশ। সে-ফল ভোগ করবে কে?

নবকান্ত। হনুমান অবতার। এখন আমার প্রশ্ন এই, জগতে সকলের চেয়ে গভীর রহস্য কী?

গণেশ। আর্যশাস্ত্র।

নবকান্ত। প্রেম।

গণেশ। মনু এবং—

নবকান্ত। অভিমানের অশ্রুজল—

গণেশ। এবং গৃহ্যসূত্র—

নবকান্ত। এবং চোখে চোখে চাহনি—

গণেশ। দায়ভাগ—

নবকান্ত। এবং প্রাণে প্রাণে মিলন।

ষষ্ঠ দৃশ্য

গণেশ লিখিতে প্রবৃত্ত

গণেশ। বিষয়টা গুরুতর। "নারদের ঢেঁকি এবং আধুনিক বেলুন"—আরম্ভটা দিব্যি হয়েছে, শেষটা মেলাতে পারছি নে। তা শেষটা না হলেও চলবে। কিন্তু শোনাই কাকে। নরোত্তমবাবু বাসা ছেড়ে গেছেন। হরিহরবাবুর কাছে ঘেঁষতে ভয় হয়।

নবকান্তের প্রবেশ

নবকান্ত। হায় হায়, নরোত্তম বাসা ছেড়েছে, এখন যাই কার কাছে।

গণেশ। এই যে নবকান্তবাবু, নারদের ঢেঁকি—

নবকান্ত। নিথর জ্যোৎস্নাজালে নধর নবীন—

আশ্বানাথের প্রবেশ

গণেশ। বাঁচা গেল। আশ্বানাথবাবু, আমার নারদের ঢেঁকি—

নবকান্ত। নয়ননলিনীদল নিদ্রায় নিলীন—

গণেশ। সনাতনশাস্ত্র মন্থন করে নারদের ঢেঁকি—

আশ্বানাথ। ঢেঁকি শব্দটা কি গ্রাম্যতাদোষদুষ্ট নয়? সাহিত্যদর্পণে—

ভৃত্যের প্রবেশ

ভৃত্য। বাবুরা পালাও গো, আগুন লেগেছেন।

আশ্বানাথ। বেটার ব্যাকরণজ্ঞান দেখো।

নবকান্ত। (সনিশ্বাসে) আগুন! হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে—

গণেশ। নল যে বিনা-আয়োজনে আগুন জ্বালাতেন সে অক্সিজেন হাইড্রোজেন যোগে।

আশ্বানাথ। ওটা যাবনিক প্রয়োগ হল। ও-স্থলে—

ঘরে অগ্নির আবির্ভাব

১২৯৩

অন্ত্যেষ্টি-সংকার

প্রথম দৃশ্য

রায় কৃষ্ণকিশোর বাহাদুর মৃত্যুশয্যায় শয়ান। চন্দ্রকিশোর নন্দকিশোর ও ইন্দ্রকিশোর পুত্রত্রয় পরামর্শে রত ডাক্তার উপস্থিত। মহিলাগণ ক্রন্দনোন্মুখী

চন্দ্র। কাকে কাকে লিখি।

ইন্দ্র। রেনল্‌ড্‌স্‌ সায়েবকে লেখো।

কৃষ্ণ। (অতিকষ্টে) কী লিখবে বাবা।

নন্দ। তোমার মৃত্যুসংবাদ।

কৃষ্ণ। এখনো তো মরি নি বাবা।

ইন্দ্র। এখনি নেই বা মলে কিন্তু একটা সময় স্থির করে লিখতে হবে তো।

চন্দ্র। যত শীঘ্র পারি সাহেবদের কন্‌ডোলেন্‌স লেটার্‌গুলো আদায় করে কাগজে ছাপিয়ে ফেলা দরকার, এর পরে জুড়িয়ে গেলে ছাপিয়ে তেমন ফল হবে না।

কৃষ্ণ। রোসো বাবা, আগে আমি জুড়িয়ে যাই।

নন্দ। সবুর করলে চলবে না বাবা। সিমলে দার্জিলিঙে যাদের যাদের চিঠি পাঠাতে হবে তাদের একটা ফর্দ করা যাক। বলে যাও।

চন্দ্র। লাট সায়েব, ইল্‌বর্ট সায়েব, উইলসন সায়েব, বেরেসফোর্ড, মেকলে, পিকক—

কৃষ্ণ। বাবা, কানের কাছে ও কী নামগুলো করছ, তার চেয়ে ভগবানের নাম করো। অন্তিমে তিনিই সহায়। হরি হে—

ইন্দ্র। ভালো মনে করিয়ে দিয়েছ, হ্যারিসন সায়েবকে ধরা হয় নি।

কৃষ্ণ। বাবা, বলো রাম রাম—

নন্দ। তাই তো, রামজে সায়েবকে তো ভুলেছিলুম।

কৃষ্ণ। নারায়ণ, নারায়ণ।

চন্দ্র। নন্দ, লেখো তো, নোরান সায়েবের নামটা লেখো তো।

স্কন্দকিশোরের প্রবেশ

স্কন্দ। বা, তোমরা বেশ তো। আসল কাজটাই তো বাকি।

চন্দ্র। কী বলো তো।

স্কন্দ। ঘাটে যাবার প্রোসেশ্যনে যারা যোগ দেবে তাদের তো আগে থাকতে খবর দেওয়া চাই।

কৃষ্ণ। বাবা, কোনটা আসল হল। আগে তো মরতে হবে, তার পরে—

চন্দ্র। সে জন্য ভাবনা নেই। ডাক্তার।

ডাক্তার। আজ্ঞে।

চন্দ্র। বাবার আর কত বাকি। সাধারণকে কখন আসতে বলব?

ডাক্তার। বোধ হয়—

রমণীদের রোদন

স্কন্দ। (বিরক্ত হইয়া) মা, তুমি তো ভারি উৎপাত আরম্ভ করলে। আগে কথাটা জিজ্ঞাসা করে নিই। কখন, ডাক্তার?

ডাক্তার। বোধ হয় রাত্রি—

রমণীদের পুনশ্চ ক্রন্দন

নন্দ। এ তো মুশকিল হল। কাজের সময় এমন করলে তো চলে না। তোমাদের কান্নায় ফল কী? আমরা বড়ো বড়ো সায়েবদের কাঁদুনি চিঠি কাগজে ছাপিয়ে দেব।

রমণীগণকে বহিষ্করণ

স্কন্দ। ডাক্তার, কী বোধ হচ্ছে?

ডাক্তার। যে-রকম দেখছি আজ রাত্রি চারটের সময়েই বা হয়ে যায়।

চন্দ্র। তবে তো আর সময়— নন্দ যাও ছুটে যাও, স্লিপগুলো দাঁড়িয়ে থেকে ছাপিয়ে আনো।

ডাক্তার। কিন্তু ওষুধটা আগে—

স্কন্দ। আরে, তোমার ডাক্তারখানা তো পালিয়ে যাচ্ছে না। প্রেস বন্ধ হলে যে মুশকিলে পড়তে হবে।

ডাক্তার। আজ্ঞে, রুগি যে ততক্ষণে—

চন্দ্র। সেই জন্যই তো তাড়াতাড়ি— পাছে স্লিপ ছাপার আগেই রুগি—

নন্দ। এই আমি চললুম।

স্কন্দ। লিখে দিয়ো কাল আটটার সময় প্রোসেশ্যন আরম্ভ হবে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্কন্দ। কই ডাক্তার, চারটে ছেড়ে সাতটা বাজল যে।

ডাক্তার। (অপ্রতিভ ভাবে) তাই তো, নাড়ী এখনো বেশ সবল আছে।

চন্দ্র। বা, তুমি তো বেশ ডাক্তার। আচ্ছা বিপদে ফেলেছ।

নন্দ। ওষুধটা আনতে দেরি করেই বিপদ ঘটল। ডাক্তারের ওষুধ বন্ধ হয়েই বাবা বল পেয়েছেন।

কৃষ্ণ। এতক্ষণ তোমরা প্রফুল্ল ছিলে হঠাৎ বিমর্ষ হলে কেন? আমি তো ভালোই বোধ করছি।

স্কন্দ। আমরা যে ভালো বোধ করছি নে। ঘাটে যাবার এন্‌গেজমেণ্ট যে করে বসেছি।

কৃষ্ণ। তাই তো। আমার মরা উচিত ছিল।

ডাক্তার। (অসহ্য হইয়া) এক কাজ কর তো সব গোল চুকে যায়।

ইন্দ্র। কী।

স্কন্দ। কী।

চন্দ্র। কী।

নন্দ। কী।

ডাক্তার। ওঁর বদলে তোমরা যদি কেউ সময়মতো মর।

তৃতীয় দৃশ্য

বহির্বাটীতে লোকসমাগম

কানাই। ওহে সাড়ে আটটা বাজল। দেরি কিসের।

চন্দ্র। বসুন, একটু তামাক খান।

কানাই। তামাক তো সকাল থেকেই খাচ্ছি।

বলাই। কই হে, তোমাদের জোগাড় তো কিছুই দেখি নে।

চন্দ্র। জোগাড় সমস্তই আছে— আমাদের কোনো ত্রুটি নেই— এখন কেবল—

রামতারণ। কি হে চন্দ্র, আর দেরি করা তো ভালো হয় না।

চন্দ্র। সে কি আমি বুঝি নে— কিন্তু—

হরিহর। দেরি কিসের জন্যে হচ্ছে? আপিসের বেলা হয় যে, কাণ্ডখানা কী।

ইন্দ্রকিশোরের প্রবেশ

ইন্দ্র। ব্যস্ত হবেন না, হল বলে। ততক্ষণ কনডোলেন্স-লেটার-

গুলো পড়ুন। (হাতে হাতে বিলি) এটা ল্যামবার্টের, এটা হ্যারিসনের, এটা সার জেমস—

স্কন্দকিশোরের প্রবেশ

স্কন্দ। এই নিন ততক্ষণে কাগজে বাবার মৃত্যুর বিবরণ পড়ুন। এই স্টেটসম্যান, এই ইংলিশম্যান ?

মধুসূদন। (যাদবের প্রতি) দেখছ ভাই, বাঙালি পাংচুয়ালিটি কাকে বলে জানে না।

ইন্দ্র। ঠিক বলেছেন। মরবে তবু পাংচুয়াল হবে না।

খবরের কাগজ ও কনডোলেন্স্ পত্র পড়িতে পড়িতে অভ্যাগতগণের অশ্রুপাত

রাধামোহন। (সজল নেত্রে) হরি হে দীনবন্ধু।

নয়ানচাঁদ। হায়, হায়, এমন লোকেরও এমন বিপদ ঘটে।

নবদ্বীপচন্দ্র। (সনিশ্বাসে) প্রভু তোমারই ইচ্ছা।

রসিক। "হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কমল"—তার পরে কী ভুলে যাচ্ছি—

"হৃদয়বৃন্তে ফুটে যে কমল
তাহারে কাল অকালে ছিঁড়িলে, হৃদয়
মৃণাল ডুবে শোকসাগরের জলে।"

এও ঠিক তাই। হৃদয়-মৃণাল শোকসাগরের জলে। আহা।

আন্ডি্র এস্কোয়ার। O tempora, O mores !

তর্কবাগীশ। চলচ্চিত্তং চলদ্‌বিত্তং চলজ্জীবন—হায় হায় হায় !

ন্যায়বাগীশ। যদুপতেঃ ক গতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ—(কণ্ঠরোধ)

দুঃখীরাম। হা কৃষ্ণকিশোর বাহাদুর, তুমি কোথায় গেলে।

নেপথ্য হইতে ক্ষীণকণ্ঠ। আমি এইখানেই আছি, বাবা। দোহাই, তোরা অত চেঁচাস নে।

১২৯৩

রসিক

তিনকড়ি, নেপাল, ভোলা এবং নীলমণি হাসিয়া কুটিকুটি

ধীরাজের প্রবেশ

ধীরাজ। এত হাসছ কেন? খেপলে নাকি?

তিনকড়ি। (দূরে নির্দেশ করিয়া) দেখছেন না রসিকরাজ বাবু আসছেন?

ধীরাজ। তা তো দেখছি, কিন্তু হাস্যকর কিছু তো দেখা যাচ্ছে না।

নেপাল। উনি ভারি মজার লোক।

ভোলা। ভা-আ-রি মজার লোক।

নীলমণি। ব-ড্ড মজার লোক!

তিনকড়ি। ওঁর একটা গল্প বলি শুনুন। সেদিন আমরা ওই কজনে মিলে হাসতে হাসতে রসিকবাবুর সঙ্গে আসছি—চোরবাগানের মোড়ের কাছে—হা হা হা।

নীলমণি। হো হো হো।

ভোলা। হী হী হী।

তিনকড়ি। বুঝেছেন, চোরবাগানের—হা হা।

নেপাল। রোসো ভাই, কাপড় সামলে নিই। হাসতে হাসতে বিলকুল আলগা হয়ে এসেছে।

তিনকড়ি। বুঝেছেন ধীরাজবাবু, আমাদের এই মোড়টার কাছে সে কী আর বলব। ভারি মজা।

ধীরাজ। আচ্ছা পরে বোলো—আমি তবে চললুম।

ভোলা। না না, শুনে যান। সে ভারি মজা। বলো না ভাই, গল্পটা শেষ করো না।

তিনকড়ি। বুঝেছেন ধীরাজবাবু! মোড়ের কাছে এক বেটা গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান— হা-হা হা— (ভোলার প্রতি) কী নিয়ে যাচ্ছিল হে ?

ভোলা। পাথুরে কয়লা।

তিনকড়ি। হাঁ, পাথুরে কয়লাই বটে। রসিকবাবু তাকে দেখে— হা হা হা হা—(সকলের হাস্য) রসিকবাবু তাকে দেখে—

নেপালের প্রতি

কী হে কী বললেন ?

নেপাল। হা হা হা। সে ভারি মজার কথা।

ভোলার প্রতি

কিন্তু কথাটা কী বলো তো হে ?

ভোলা। মনে পড়ছে না, কিন্তু সে ভারি মজা। বুঝেছেন ধীরাজবাবু, সে ভারি মজা।

নীলমণি। একটু একটু মনে পড়ছে এই পাথুরে কয়লা নিয়ে কী যেন একটা—

নেপাল। আহা বল কী হে। পাথুরে কয়লা নিয়ে আবার কী বলবেন। নিশ্চয় দেশের ভগ্নীদের লক্ষ্য করে কিছু বলেছিলেন, তা ছাড়া তিনি আর তো কিছু বলেন না।

ভোলা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে গোরুর লেজ মলা নিয়ে যেন কী একটা বলেছিলেন।

তিনকড়ি। তা হতে পারে। কিন্তু ভারি মজা।

সকলে মিলিয়া হাস্য

রসিকরাজের প্রবেশ

রসিক। কী হে, এখানে যে এত হস্ ধাতুর আমদানি।

নীলমণি। হস্ ধাতুই বটে। হা হা হা।

তিনকড়ি। (ধীরাজের প্রতি) একবার কথাটা শুনুন। হস ধাতু—হা হা হা।

ভোলা। ধীরাজবাবু শুনছেন? কী চমৎকার। হস্ ধাতু— আবার আমদানি।

নীলমণি। ধীরাজবাবু—

ধীরাজ। আমি বুঝেছি।

নেপাল। ধীরাজবাবু—

ধীরাজ। আর কষ্ট পেতে হবে না, একরকম বুঝেছি।

রসিক। ভেগ্নীদের কোনো নূতন খবর পেয়েছ?

নীলমণি প্রভৃতি। হী হী হো হো হা হা।

ধীরাজ। ভেগ্নী কী?

তিনকড়ি। আর সকলে ভগ্নী বলে, রসিকবাবু বলেন ভেগ্নী! হা হা হা।

ধীরাজ। কেন উনি কি বাংলা জানেন না?

তিনকড়ি। মজাটা বুঝছেন না? ভগ্নী তো সবাই বলে, কিন্তু ভেগ্নী!

রসিক। বুঝেছ ভোলা, আজ এক কাণ্ডই হয়ে গেছে। ভেগ্নীসভার সভ্যি আর সভাপেত্নী—

তিনকড়ি প্রভৃতি। হো হো হী হী হা হা।

দামোদর ও চিন্তামণির প্রবেশ

উভয়ে। কী হে, কী হে, কী হল। কী কথাটা হল।

তিনকড়ি। রসিকবাবু বলছিলেন "ভেগ্নী সভার সভ্যি ও সভাপেত্নী"—হা হা হো হো।

দামোদর। এ ভারি মজা। এটা আপনাকে লিখতে হচ্ছে। আমাদের কাগজে লিখুন।

চিন্তামণি। রসিকবাবু এটা লিখে ফেলুন।

তিনকড়ি। ধীরাজবাবু বুঝেছেন?

ভোলা। পেত্নী কেন বললেন বুঝেছেন? যেমন ভেগ্নী তেমনি পেত্নী। হা হা হা।

নেপাল। ওর মজাটা বোঝেন নি ধীরাজবাবু! আসল কথাটা পত্নী। কিন্তু রসিকবাবু—

ধীরাজ। দোহাই, আমাকে আর বেশি বুঝিয়ো না।

ভোলা। কোন্ ভদ্রলোকের ঘর লক্ষ্য করে বলা হয়েছে বোঝেন নি বলে ধীরাজবাবু হাসছেন না।

ধীরাজ। বুঝতে পেরেছি বলেই হাসছি নে। আমিও যে ভদ্রলোক, আমারও স্ত্রী কন্যা ভগ্নী আছে।

রসিক। তোমরা যখন বলছ তখন অবশ্যই লিখব। কিন্তু এ সব চণ্ডমুণ্ডবধের পালা, একেবারে সারেগামাপাধানি; তেরেকেটে মেরে-কেটে ছাড়া কথা নেই। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া আর কি। বুঝেছ?

সকলে। বুঝেছি বই কি। হা হা হো হো!

তিনকড়ি। বুঝেছেন ধীরাজবাবু?

ধীরাজ। কিচ্ছু বুঝি নি।

নেপাল। ধীরাজবাবু বুঝেছেন তো?

ধীরাজ। না বাপু, কথাগুলো কী বলে গেলেন বুঝলুম না।

তিনকড়ি। কথা নেই বুঝলেন, ওর মজাটা তো বুঝেছেন? কথা তো আমরাও বুঝি নি।

দামোদর। রসিকবাবু, এই কথাগুলোও লিখতে হবে।

রসিক। (ধীরাজের প্রতি) আপনার মুখে হাসি নেই যে? হাসলে কোনো লোকসান আছে?

ধীরাজ। রাগ করবেন না মশায়, হাসবার চেষ্টা করছি।

চিন্তামণি। আপনি বুঝি ভ্রাতাদের কেউ হবেন?

রসিক। ভ্রাতাও হতে পারেন ভর্তাও হতে পারেন।

দামোদর প্রভৃতি। (হাততালি দিয়া) বাহবা, বাহবা, কী মজা। হো হো হা হা।

দামোদর। এটাও লিখবেন। ভারী মজা হবে।

নীলমণি। (ধীরাজকে ধরিয়া) মশায় যান কোথায়?

ধীরাজ। বুকে টার্পিন মালিশ করতে যাচ্ছি, রসিকবাবু বড্ড বলেছেন।

প্রস্থান

চিন্তামণি। লোকটা জব্দ হয়ে গেছে। পাঁচ কথা যা শোনালেন ওর বাপের বয়সে—

রসিক। পাঁচ কথা আর হতে দিলে কই। আড়াইখানার বেশি কথা কই নি।

রসিককে ঘিরিয়া সকলের অবিশ্রাম হাস্য

দামোদর। দুখানা নয়, দশখানা নয়, আড়াইখানা— কী চমৎকার। ও-কথাটাও লিখতে হবে। টুকে রাখুন, বুঝেছেন রসিকবাবু।

১২৯৩

গুরুবাক্য

অচ্যুত, অপূর্ব, উমেশ কার্তিক ও খগেন্দ্র

অচ্যুত। গুরুদেব এখনো এলেন না, উপায় কী?

কার্তিক। আমি তো বিষম মুশকিলে পড়েছি। আমার নাম কার্তিক, আমার ছোটো শালার নাম কীর্তি। আমার স্ত্রী তার ভাইকে কীর্তি বলে ডাকতে পারে কি না এটা স্থির করে না দিলে স্ত্রীর সঙ্গে একত্র বাস করাই দায় হয়েছে। তার উপর আবার গয়লা বেটার নাম কীর্তিবাস; এখন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করতে হবে, আমার স্ত্রী যদি কীর্তিবাস গোয়ালাকে বাসুদেব বলে ডাকে তাহলে বৈধ হয় কি না। বাড়িতে কার্তিকপূজার সময় স্ত্রী কার্তিককে নাস্তিক বলে; নাম খারাপ করার দরুন ঠাকুরের কিম্বা তাঁর মার কোনো অসন্তোষ ঘটে কিনা এও জিজ্ঞাস্য।

অপূর্ব। আমারও একটা ভাবনা পড়েছে। সেবার শ্রীক্ষেত্রে গিয়ে জগন্নাথকে কুল দিয়ে এসেছিলুম, এখন, এই গরমির দিনে কুলটুকু বাদ দিয়ে যদি তার ঝোলটুকু খাই তাতে অপরাধ হয় কি না।

অচ্যুত। আমি সেদিন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলেম যে, শাস্ত্র-মতে ভোক্তা শ্রেষ্ঠ না ভোজ্য শ্রেষ্ঠ, অন্ন শ্রেষ্ঠ না অন্নপায়ী শ্রেষ্ঠ? তিনি এমনি এক গভীর উত্তর দিলেন যে, তখন যদিচ আমরা সকলেই জলের মতো বুঝে গেলুম কিন্তু এখন আমাদের কারও একটি কথাও মনে পড়ছে না।

উমেশ। আমার যতদূর মনে হচ্ছে, বোধ হয় তিনি বলেছিলেন, অন্নও শ্রেষ্ঠ নয়, অন্নপায়ীও শ্রেষ্ঠ নয়, কিন্তু আর-একটা কী শ্রেষ্ঠ, সেইটে যে কী মনে পড়ছে না।

অপূর্ব। না না, তিনি বলেছিলেন অন্নও শ্রেষ্ঠ, অন্নপায়ীও শ্রেষ্ঠ। কিন্তু অন্নই বা কেন শ্রেষ্ঠ, আর অন্নপায়ীই বা কেন শ্রেষ্ঠ তখন বুঝেছিলুম এখন কোনোমতেই ভেবে পাচ্ছি নে।

খগেন্দ্র। অন্ন এবং অন্নপায়ীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, সহজবুদ্ধিতে পূর্বে সেটা একরকম ঠাউরেছিলুম কিন্তু গুরুদেবের কথা শুনে বুঝলুম যে পূর্বে কিছুই বুঝি নি, এবং তিনি যা বললেন তাও কিছুই বুঝলুম না।

অচ্যুত। যা হোক সে-ও একটা লাভ।

বদনচন্দ্রের ছুটিয়া প্রবেশ

বদন। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) গুরু কোথায়? আমাদের শিরোমণি মশায় কোথায়? বলো না হে কোথায় গেলেন তিনি?

অচ্যুত প্রভৃতি। কেন কেন?

বদন। হঠাৎ কাল রাত্রে আমার মনে একটা প্রশ্ন উদয় হল, সেই অবধি আহার-নিদ্রা প্রায় ছেড়েছি।

কার্তিক। তাই তো। বিষয়টা কী বলো তো।

বদন। কী জান? কাল মশারি ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ মনে একটা তর্ক এল যে, এত দেশ থাকতে জটায়ু কেন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে মারা পড়ল? জটায়ু যে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে ম'ল তার অর্থ কী, তার কারণ কী, এবং তার তাৎপর্যই বা কী। এর মধ্যে যদি কোনো রূপক থাকে তবে তাই বা কী। যদি কোনো অর্থ না থাকে তাই বা কেন?

কার্তিক। বিষয়টা শক্ত বটে। শিরোমণি মশায় আসুন।

খগেন্দ্র। (ভয়ে ভয়ে) ঠিক বলতে পারি নে কিন্তু আমার বোধ হয় জটায়ুর মৃত্যুর একমাত্র কারণ, যুদ্ধের সময় রাবণ তাকে এমন অস্ত্র মেরেছিলেন যে সেটা সাংঘাতিক হয়ে উঠল।

বদন। আরে রাম, ও কি একটা উত্তর হল? ও তো সকলেই জানে।

কার্তিক। ও তো আমিও বলতে পারতুম।

অপূর্ব। ও-রকম উত্তরে কি মন সন্তুষ্ট হয়?

বদন চিন্তান্বিত, খগেন্দ্র অপ্রতিভ

অচ্যুত। (শশব্যস্ত) ওই যে গুরু আসছেন।

উমেশ। ওই যে শিরোমণিমশায়।

বদন। (সহসা চিন্তাভঙ্গে চকিত হইয়া) অ্যাঁ গুরুদেব আসছেন। বাঁচলুম, আমার অর্ধেক সংশয় এখনি দূর হয়ে গেল।

শিরোমণি মহাশয়ের প্রবেশ। সকলের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম

শিরোমণি। স্বস্তি, স্বস্তি।

বদন। গুরুদেব, কাল মশারি ঝাড়তে ঝাড়তে মনে একটা প্রশ্ন উদয় হয়েছে।

শিরোমণি। প্রকাশ করে বলো।

বদন। বিহগরাজ জটায়ু রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে কেন নিহত হলেন?

অঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক

আমাদের খগেন্দ্রবাবু

খগেন্দ্র অত্যন্ত লজ্জিত ও কুণ্ঠিত

বলছিলেন অস্ত্রাঘাতই তার কারণ।

শিরোমণি। বটে? হাঃ হাঃ হাঃ, আধুনিক নব্যতন্ত্র কালেজের ছেলের মতোই উত্তর হয়েছে। শাস্ত্রচর্চা ছেড়ে বিজ্ঞান পড়ার ফলই এই। প্রশ্ন হল, জটায়ুর মৃত্যু হল কেন, উত্তর হল, অস্ত্রাঘাতে। এ

কেমন হল জান? কাশীধামে বৃষ্টি হল আর খড়দহে পঙ্গপালে ধান খেলে। হা হা হাঃ।

অপূর্ব। ঠিক তাই বটে। আজকাল এইরকমই হয়েছে বুঝেছেন শিরোমণিমশায়?

শিরোমণি। আচ্ছা বাপু খগেন্দ্র, তুমি তো অনেকগুলো পাস দিয়েছ, তুমিই বলো তো অস্ত্রাঘাতেই বা জটায়ুর মৃত্যু হল কেন, রক্তপিত্ত রোগেই বা না মরে কেন? রাবণের সঙ্গেই বা যুদ্ধ হয় কেন, ভস্ম-লোচনের সঙ্গেই বা না হল কেন? অত কথায় কাজ কী, জটায়ুই বা মরে কেন, রাবণ মলেই বা ক্ষতি কী ছিল?

বদন পূবাপেক্ষা চিন্তান্বিত

অচ্যুত ও অপূর্ব। (গভীর চিন্তার সহিত) তাই তো, এত দেশ থাকতে জটায়ুই বা মরে কেন।

উমেশ। কী হে খগেন্দ্র, একটা জবাব দাও না। তোমাদের রস্কো সাহেব কী লেখেন?

কার্তিক। তোমাদের টিণ্ডালই বা কী বলেন— রাবণের সঙ্গেই বা যুদ্ধ হয় কেন?

অচ্যুত। রক্তপিত্তে না মরে অস্ত্রাঘাতে মরবার জন্যেই বা তার এত মাথাব্যথা কেন? হক্‌স্‌লি সাহেব কী মীমাংসা করেন, শুনি!

খগেন্দ্র। (আধমরা হইয়া) গুরুদেব, আমি মূঢ়মতি, না বুঝে একটা কথা বলে ফেলেছি। মাপ করুন। শ্রীমুখের উত্তরের জন্যে উৎসুক হয়ে আছি।

শিরোমণি। তোমরা বলছ রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ু ম'ল কেন— এক কথায় এর উত্তর দিই কী করে?

সকলে। তা তো বটেই। তা তো বটেই।

শিরোমণি। প্রথমে দেখতে হবে, "রাবণের"ই সঙ্গে যুদ্ধ হয় কেন, তারপরে দেখতে হবে, রাবণের সঙ্গে "যুদ্ধ"ই বা হয় কেন, তার পরে দেখতে হবে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে "জটায়ু"ই বা মরে কেন, সব শেষে দেখতে হবে রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে জটায়ু "মরে"ই বা কেন?

বদন হাল ছাড়িয়া দিয়া চিন্তাসাগরে নিমজ্জমান

অচ্যুত। (খগেন্দ্রকে ঠেলিয়া) শুনছ খগেনবাবু?

অপূর্ব। কী খগেনবাবু, মুখে যে কথাটি নেই?

কার্তিক। খগেন্দ্র সাহেব, তোমার কেমিষ্ট্রি গেল কোথায় হে?

খগেন্দ্র রক্তমুখচ্ছবি

শিরোমণি। তবে একে একে উত্তর দিই। প্রথম প্রশ্নের উত্তর, নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।

বদন। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) আঃ বাঁচলুম। এ ছাড়া আর কোনো উত্তর হতেই পারে না।

শিরোমণি। যদি বল "নিয়তিকে কে বাধা দিতে পারে" এ কথার অর্থ কী, তবে সরল করে বুঝিয়ে দিই। নিয়তত্বই হচ্ছে নিয়তির গুণ এবং নিয়তের গুণই হচ্ছে নিয়তি। তা যদি হয় তবে নিয়তকালবর্তী যে নিয়তি তাকে পুনশ্চ নিয়ত নিয়ন্ত্রিত করতে পারে এমন দ্বিতীয় নিয়তির সম্ভাবনা কুতঃ? কারণ কিনা, নিত্য যাহা তাহাই নিয়ত এবং তাহাই নিয়ন্তা, অতএব রাবণের সঙ্গেই যে জটায়ুর যুদ্ধ হবে এ আর বিচিত্র কী।

সকলে। এ আর বিচিত্র কী।

বদন। অহো, এ আর বিচিত্র কী।

শিরোমণি। একক্ষণে দ্বিতীয় প্রশ্ন—

বদন। কিন্তু আর নয়, প্রথমটা আগে ভালো করে জীর্ণ করি।

অচ্যুত। কিন্তু কী চমৎকার উত্তর।

অপূর্ব। কী সরল মীমাংসা।

কার্তিক। কী পরিষ্কার ভাব।

উমেশ। কী গভীর শাস্ত্রজ্ঞান।

বদন। (শিরোমণির মুখের দিকে অনেকক্ষণ চাহিয়া) গুরুদেব, আপনার অবর্তমানে আমাদের কী দশা হবে।

সকলের বাষ্পবিসর্জন

১২৯৩